উদিতা

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

আশংসিকা

কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীর বয়স বেশী নয়। কিন্তু তার লেখা কবিতা প্রথম যখন আমার গোচরে আসে, তখন তার বয়স, ছন্দের পথে লেখনী চালনার পক্ষে আরো অল্প ছিল। পরে মনে হল বয়সের চেয়ে লেখা অনেকটা এগিয়ে চ'লেচে। স্বাভাবিক শক্তির আভাস পাওয়া গেল। কবিতাগুলি বয়সের হিসাবে নিপুণ তবু সাহিত্যের নিত্য আদর্শের পক্ষে কিছু কাঁচা ছিল।* আমার মতে সেটা দোষের নয়। কাঁচা থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যতদিন বাড়বার বয়স থাকে ততদিন হাড় থাকে নরম; সেটা কঠিন হ'লে বাড় বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি লেখবার শক্তি থাকলেও অল্পবয়সের লেখার মধ্যে ভাবী বিকাশের যথেষ্ট অপেক্ষা থাকা আশ্বাসের বিষয়।

আমাকে তার খাতা দেখ্‌তে দেওয়া হয়েছিল। আমি খুব বেশী স্কুল-মাষ্টারী করিনি। মাঝে মাঝে ছন্দে মিলে শৈথিল্য ছিল, সেই-গুলি নিয়ে বালিকাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলুম। তখনি লক্ষ্য করেছিলুম মৈত্রেয়ীর মনের মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাবগুলি মুকুলিত হয়ে উঠ্‌চে। সেটা বিস্ময়ের বিষয়।

অল্প বয়সে মন বাইরের জিনিষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতেই ব্যস্ত থাকে। তখন খাপ্‌ছাড়া অভিজ্ঞতাগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে রূপ দান কর্‌বার মতো ধ্যানশক্তি থাকে না। কারো কারো যদি বা থাকে কিন্তু দৈবাৎ সেটাকে আবার বাইরেকার উপকরণে প্রতিফলিত কর্‌বার প্রবর্ত্তনা দেখা যায়।

---

* ১৯২৬, তখন মৈত্রেয়ীর বয়স বার বৎসর।

মৈত্রেয়ীর সেই প্রথম খাতা দেখবার পরে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রে তা'র কবিতা আমার চোখে পড়ল। তার মধ্যে যে পরিণতির চেহারা দেখেচি সেটা আমি প্রত্যাশা করিনি। এর পরে আরো দুই একবার তার খাতা আমার হাতে এসেচে। কিন্তু এখন থেকে তার লেখা নিয়ে তাকে অধিক কিছু বলি নি। দেখলুম লেখিকার মন কাব্যের পথে চ'লতে সুরু ক'রেচে, চ'লতে চ'লতে সে আপনার বিশেষ পথ আপনিই তৈরি করতে পার্‌বে এই আমার বিশ্বাস। বাইরে থেকে তার সমালোচনা করা যেন সদ্য উন্মুখ অঙ্কুরকে ক্ষণে ক্ষণে তা'র শিকড়্‌ নাড়া দিয়ে উৎপাত করা। যা প্রাণের নিয়মে আপনি বেড়ে উঠ্‌চে তাকে বাইরে থেকে তাড়া দেওয়া ভুল।

কিছুকাল থেকে তার লেখায় একটা যে লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেটা তার এ বয়সের পক্ষে একেবারেই অনপেক্ষিত। ভাবের ছবি মনে অল্প বয়সেও রচিত হতে পারে কিন্তু তত্ত্বের গাথুনি তো তেমন সহজ নয়। কাব্যের মধ্যে তত্ত্বের উঁকি ঝুঁকি চলে, কিন্তু তাকে ডাক দিয়ে ভিতরে নিয়ে আসা প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। যদি বা এমন ঘটে, মৈত্রেয়ীর বয়সে সেটা আশ্চর্য্যের কথা। জ্ঞানের পথে যে উপলব্ধি সে তো পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে বলেই জানি। শুধু চিন্তা করা নয়, চিন্তা ক'রতে রস না পেলে সেটা কাব্যের বিষয় হতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যে ক্রমে তত্ত্বের আনন্দই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে এ সম্বন্ধে তার রচনার অনন্যপূর্ব্বতা বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান নিতে পার্‌বে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
২৬শে নবেম্বর, ১৯২৯।

নিবেদিকা

গত চার বৎসর বিভিন্ন সময়ে প্রবাসী, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দের অনুগ্রহ দৃষ্টে কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে জন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নূতন কয়েকটি কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়া সে গুলিকে পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশ করা গেল। প্রত্যেক কবিতাটী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে রচিত। তাহাদের মধ্যে ভাবগত কোনও ঐক্য আছে কিনা জানিনা। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়কে শেষ পৃষ্ঠার ছবিখানির জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

নির্দ্দেশিকা

উপহার

সেদিন সকাল বেলা হ'য়ে এলোমলো
অকস্মাৎ কোথা হ'তে যেন বন্যা এলো
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি চূর্ণ করি সব
কোথায় ভাসাল মোরে! যা কিছু দুর্লভ
তারি তরে হ'ল আশা। আনন্দ মধুর
দূরের সঙ্গীত ঢালে কর্ণে সুধা সুর।
সংসারের আলো ছায়া তুচ্ছ লজ্জা ভয়
সব যেন মিথ্যা হ'ল ; শুধু চিত্তময়
কোন্ এক স্পর্শ লাগি ওঠে উতরোল
নিরন্তর গীতধ্বনি আনন্দ কল্লোল।
দুই চক্ষু মুদিলাম, কিছু বুঝি নাই
কি ইহার অর্থ আছে ? কিবা আমি চাই ?
কি বাণী প্রকাশ মাগে, কি যে বেদনায়
ক্ষুদ্র মোর তরীখানি কূল নাহি পায়।

কি আশ্চর্য্য গন্ধ আসে সুরভিত করি,
এ কি দীপ্ত আলো লাগে—
আহা মরি—মরি।
সব যেন লুপ্ত হয়, কোথা নেয় মোরে,
সমস্ত নিমগ্ন করি এ কোন্ সাগরে!
এ অপূর্ব্ব দিনে আজ মত্ত হৃদি তটে
যদি কোনো অনুচিত অপরাধ ঘটে,
হেরি এই উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের সুর
সংসার করে গো যদি আঘাত নিষ্ঠুর;
তুমি সব জান প্রভু ক্ষমা কোরো তাই
শূন্যসূত্র ধরি আমি ভাসিবারে চাই।
যখন জোয়ার আসে হ'য়ে আত্মহারা
উন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ বেগে ছোটে জলধারা।
ভাঙ্গি দীর্ঘ বালুতট মরু প্রান্ত দিয়া
উত্তাল তরঙ্গ নাচে তীরে উচ্ছলিয়া।

শত কম্বু নিনাদিনী ঘন অম্বু রাশি
দুরন্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে সহসা উচ্ছ্বাসি
দুর্নিবার স্রোতে যবে ছোটে অন্যমনা
চতুর্দ্দিকে মেলি দিয়া শত লক্ষ ফণা
সর্ব্ব বন্ধ ছিন্নকারী সে বেগ চঞ্চল
আমি কি রুধিতে পারি? কোথা পাব বল?
কেন সেই বল নাই, কেন আসিলাম,
তুমি সব জান প্রভু কেন ভাসিলাম?
আমি কিছু বুঝি নাই, শুধু স্তব্ধ হ'য়ে,
মুগ্ধ মনে দেখিলাম কোথা গেল ল'য়ে।
কি আনন্দ লাগে যেন, অনির্ব্বচনীয়,
সব যেন কাছে পাই যাহা মোর প্রিয়।
অন্ধকার নাহি আর, চক্ষে লাগে আলো
চারিদিকে যাহা দেখি তাহা বাসি ভালো,
সুধাগন্ধ সুরভিত হৃদি মধ্যে চাই,
সব সেথা পরিপূর্ণ কোন দৈন্য নাই।

উদিতা

কি সুস্নিগ্ধ রশ্মি হানি তোমার আলোক
সেখানে করেছে সৃষ্টি নব স্বর্গলোক,
সেথা মোর মুগ্ধ মন সারা দিনমান
যে অনন্ত ধ্বনি শোনে যে সঙ্গীত গান,
আজি এই অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তার
বাহিরে এনেছি নাথ দিতে উপহার।

আল্‌পনা

ফাল্‌গুনেরি পরশ এলো জাগিয়ে নানা কল্‌পনা,
তখন তোমার আসার লাগি আঁক্‌তে ছিলেম আল্‌পনা।
দক্ষিণেরি মত্ত বায়ে,
ঝর্‌ল পাতা বনের ছায়ে,
আকুল হ'ল চিত্তখানি হৃদয় হ'ল আন্‌মনা,—
তখন তোমার আসার লাগি আঁক্‌তে ছিলেম আল্‌পনা।

পূর্ণ হ'ল অর্ঘ্যথালা,
কুসুম কত রইল ঢালা
চন্দনেরি গন্ধে ভরি পুলক্ বহি আস্‌ল রে,
পুণ্য সুরধুনীর পরে হৃদয়ধ্বনি ভাস্‌ল রে।
অনেক কথা বলার আগে
সূচনা তার অনেক লাগে
সকল কথা বলার আগের এই পূজা ত তুচ্ছ না
এ ত শুধু সাদা রঙ্ আর রিক্ত কুসুম গুচ্ছ না।

মাটীর পরের আল্‌পনারে
তুচ্ছ ক'রে ভাবিস্‌নারে
হৃদয় হ'তে প্রেমের বাণী ওরি পরে বইল গো,
ওযে তাঁরি চরণ লাগি ধূলার পরে রইল গো।
আমার নয়ন তোমায় চাবে,
ওযে তোমার পরশ্‌ পাবে
পুণ্যে ছেয়ে, রইবে চেয়ে, সাদা রঙের জাল বোনা,
আমার চেয়ে, ধন্য হবে আমার আঁকা আল্‌পনা।

জন্মলীলা

কবে থেকে বয়েছিল দক্ষিণের বায়
দিকে দিকে দোলা দিয়ে,
খুলে দিয়ে দ্বার
স্তব্ধ বনবীথিকারে করি অধিকার।

আজি এই বসন্তের প্রথম সকালে
আকাশ রঙিন হ'ল নীলে আর লালে,
আনন্দ সিন্দুরে
সুন্দর করিয়া দিল শিশির বিন্দুরে।
শুষ্ক পত্র ঝরে গেল আম্রবন তলে
বিকশিত কিশলয়ে সুগন্ধ উছলে,
যে বীচিটী প'ড়ে ছিল প্রাঙ্গণের কোণে
সে আজিকে হায়
কখন উঠিল কাঁপি পুষ্পিত লতায়।

পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষ আছিল দাঁড়ায়ে
সে আজিকে আপনারে ফেলিল হারায়ে,
সবুজের রঙিন আভাতে
লাল হ'ল কৃষ্ণচূড়া
যেন কার হৃদি রক্ত পাতে।
বাঁশ বনে প'ড়ে গেল সাড়া॥
বন হ'তে বনান্তরে বাতাস বহিল ঘর-ছাড়া।
রুদ্ধ বাতায়নে মোর মুক্ত হয় দ্বার
চিত্তের কুসুমগুচ্ছ করি একাকার,
সমস্ত হারায়ে
প্রথম মুকুল গন্ধে রহিনু দাঁড়ায়ে।
ঝাউবনে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ঝ'রে
অব্যক্ত ব্যথারে মোর তোলে স্নিগ্ধ ক'রে।
আজ পার্শ্বে চেয়ে দেখি শুধু মনে হয়,
এ বিপুল ধরণী যে মহাপ্রাণময়।

নাহি কোনো অবসান শেষ নাহি হেরি
ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি নাচে পুরাতনে ঘেরি,
নাহি রাখে স্থির
সকল নূতন করে দক্ষিণ সমীর।
সে নূতন স্পর্শ লাগি কুঞ্জবীথি তলে
রজনী গন্ধার বুকে সুগন্ধ উছলে,
কলি যায় খুলে
তরুণ সূর্য্যের পানে স্নিগ্ধ আঁখি তুলে।
রক্ত করবীর শাখা ভ'রে যায় মুগ্ধ অনুরাগে
মর্ম্মে ছোঁয়া লাগে,
চূতপুষ্প উল্লসিত, ঝরে সন্ধ্যামণি
আপনারে সূর্য্যালোকে ধন্য মনে গণি।
শাল বনে জাগে ধ্বনি, তাল শ্রেণী মাঝে
মোহ মুক্ত বাতাসের প্রতিধ্বনি বাজে।
নাম হীন ক্ষুদ্র পাখী নীড় গড়ি তোলে
প্রচ্ছন্ন পল্লবচ্ছায়ে আম্রশাখা কোলে।

তারো ক্ষুদ্র চিত্তমাঝে এ আনন্দরাশি
অব্যক্ত মূর্চ্ছনা ভরে উঠেছে উচ্ছ্বাসি।
চারিদিকে এ আনন্দ মন্ত্র ভরি দিল
সমস্ত পৃথিবী তাতে নব জন্ম নিল।
মোর মনে দিল সে যে নাড়া
এ উত্তাল আনন্দের মহামত্ত সাড়া।
তৃণ হ'তে আকাশের অনন্ত হৃদয়ে
এ অপূর্ব্ব জনমের বার্ত্তা গেল ব'য়ে;
আজ মনে হয়
যারে শেষ মনে করি সে ত শেষ নয়!
সেত শুধু জনমের নানা মুগ্ধ ছল
আপন প্রকাশ লাগি নূতন কৌশল,
চারিদিক হ'তে এসে নানা সৃষ্টি ধারা,
এ জন্ম জলধি তলে হ'ল আত্মহারা।

বিপুল সাগর হ'তে মহা বন্যা ব'য়ে
মৃত্যুর উত্তপ্ত মরু গেল সিক্ত হ'য়ে।
ভিজাল সমস্ত বালু এ সমুদ্রকূলে
নির্ম্মল উচ্ছল স্নিগ্ধ কি তরঙ্গ তুলে।
সে মহান তীর্থে তবে
বসন্তের পরশ পরম
মোর স্তব্ধ হৃদয়েরে
নূতন আলোতে দিল
নূতন জনম ॥

ভোগপাত্র

(আকাঙ্ক্ষা)

সেদিন সকালে
জ্বলিল বহ্নির শিখা আকাশের ভালে,
ঝলিল প্রদীপ্ত আলো
ভরি মহোচ্ছ্বাসে
সুবর্ণনির্ম্মিত সেই সুরাপাত্র পাশে ;
বসন্তের মত্তবায়ে সে সুরার ভাণ্ডখানি দিয়া
উচ্ছল মদির রস পড়ে উছলিয়া।
অনন্ত অম্বর তলে মহাসিন্ধু কূলে,
সে রসের লুব্ধ গন্ধ ওঠে দুলে দুলে ;
আকুল কল্লোল তোলে
বন হ'তে বনে
গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

সে সুবর্ণ বর্ণ হেরি সে সুগন্ধ স্পর্শখানি ল'য়ে
সমস্ত বিশ্বের লোক ওঠে লুব্ধ হ'য়ে ;
আকাশের গায়ে গায়ে জলধির তলে
মহা দুর্নিবার লোভ নৃত্য করি চলে
উদ্দাম আনন্দ ভরা দক্ষিণের বায়ে,
তারি প্রতিধ্বনি বাজে কুঞ্জবীথি ছায়ে।
মদিরার ভাণ্ডখানি সে বাতাসে
কাঁপে থর থর
সমস্ত নিখিল চিত্ত
বলে 'ধর ধর'—
আকুল উচ্ছ্বাস ভরি অন্তরে অন্তরে,
মেলিছে উৎসুক অক্ষি প্রসারিত-করে।
সমস্ত ফেলিয়া দিয়া মুগ্ধ জন স্রোত
সাগর সন্তরি আসে লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত
নানা দেশ হয় পার নানা পথ চলে
সেই লুব্ধ পাত্রখানি হাতে লবে ব'লে।

বহু দূর থেকে
কভু তারে দেখা যায়—
কভু যায় ঢেকে ;
কভু তপ্ত দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল আলোকে
তারি তীব্র দীপ্তি খানি লাগে এসে চোখে,
কখনো বর্ষায়,
বিশাল মেঘের পক্ষে তারে ঢেকে যায়।
ফাল্গুনের মুগ্ধ রাতে বায়ুর মর্ম্মরে
সুধাস্নিগ্ধ গন্ধ পূরা
তপ্ত সুরা
উছলিয়া পড়ে।
হেরি নিত্য তারি ধারা
চিত্ত হয় আত্মহারা
মত্ত হ'য়ে ছোটে
সে আশ্চর্য্য পাত্র দেখি দীপ্ত হয়ে ওঠে ;
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপ্ত কিরণে ॥

(শূন্যতা)

তখন থেমেছে বর্ষা কদমের শাখে
সিক্ত দুটি ছোট পাখী আর্ত্তভয়ে ডাকে।
ঘেরিয়া পর্ব্বত
সেথা মোর শেষ হল পথ ;
দাড়ালেম আসি
কেতকীর ঘন বন তলে,
অকস্মাৎ মুগ্ধ চোখ উঠিল উচ্ছ্বাসি
পথ প্রান্তে চেয়ে ;
সদ্য ফোটা পুষ্প গুচ্ছে কুঞ্জ গেছে ছেয়ে,
তারি ক্ষুদ্র কোলে
সে অপূর্ব্ব পাত্রখানি স্নিগ্ধ বায়ে দোলে।
তখনি মুহূর্ত্তে যেন নীলাম্বর হ'তে
ঝরিল আনন্দ রাশি।
তরঙ্গ চঞ্চলে
চকিতে জোয়ার এল
নির্ঝরিণী জলে।

উঠিল উদ্ভাসি
সে সুন্দর দীপ্ত বর্ণ,
চক্ষু কর্ণ
নিমেষে নিরুদ্ধ করি মুগ্ধ বেদনাতে
তুলিলাম হাতে
সে দুর্লভ আকাঙ্ক্ষারে।
বারে বারে
স্পর্শে মনোহর
কাঁপিল সমস্ত অঙ্গ সমস্ত অন্তর,
চরিতার্থ বক্ষপরি তুলিলাম তারে।
পরিহাস হাস্যভরে
হিমাংশু উঠিল হাসি!
সে মুহূর্ত্তে স্তব্ধ শোকে
সে আলোকে
এ কি দেখি হায়
আমার সর্ব্বস্ব এযে মিথ্যা হয়ে যায়!

পরিশ্রান্তি ক্লান্তিহীন
দীর্ঘ পথ দীর্ঘ দিন
দীর্ঘ সাধনার
সব গর্ব্ব হয় চূর্ণ—
পরিপূর্ণ
পাত্রখানি আর্ত্তবেদনায়
শূন্য দেখি হায়!
ব্যর্থ শোকে চক্ষু হ'তে
তপ্ত রক্ত ঝরে
সে নিষ্ঠুর মিথ্যাময় স্বর্ণপাত্র পরে,
সেই মর্ম্ম রক্ত রেখা
পথে পথে রয় লেখা
অরণ্যের কোলে
হৃদয় ক্রন্দন ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

(পূর্ণতা)

আসি নেমে বহু দূরে চাহি
গহন বনের মাঝে
কোন লক্ষ্য নাহি
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা হীন ;—
বারংবার
নিদারুণ মিথ্যা লোভে করিয়া ধিক্কার
মুর্চ্ছিতের প্রায়
পথের ধূলায়
বসি অবরুদ্ধ চোখে।
অকস্মাৎ হৃদয় আলোকে
হেরি হৃদয়ের তল
রহি আত্মহারা
সেই স্বর্ণ পাত্রখানি সেই সুধা ধারা—
ক্ষণে ক্ষণে উছলিছে,
তবু অচঞ্চল
হৃদয়ের ঘন বনতল।

বন্ধহীন সুধাগন্ধ বয়
চরিতার্থ বক্ষপরি রয়
পরিপূর্ণ পাত্র খানি।
শান্তি জ্যোতি হানি
তা'রি পরে
হৃদয় আলোক রশ্মি উছলিয়া পড়ে।
আত্মহারা চিত্ত প্রান্ত
এবার যে রয় শান্ত,
মোহ বন্ধ টোটে
সে আশ্চর্য্য পাত্র দেখি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে!
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
বাসনার শান্তি মাঝে সুস্নিগ্ধ কিরণে॥

আলো

ওরে আলো তোরে যদি ভালবেসে থাকি
চিররাত্রি চিরদিন যদি তোর গীতে
ভ'রে থাকে মোর চিত্ত অপূর্ব্ব অমৃতে,
প্রভাতে সুদূর হতে আসি কত গো বাণী
নূতন পাতার সাথে ক'রে কাণাকাণি
রাতের শিশির মাখা নব শষ্পদল
তোমার চরণ লাগি হ'ত বিহ্বল
দেখে তাই পূর্ণ হ'ত দৈন্য মোর
না রহিত বাকি,
ওরে আলো তোরে যদি ভালবেসে থাকি।

শারদ প্রভাতে সেই শুভ্রখণ্ড মেঘে
তোমার চমক যবে উঠিত গো জেগে
সদ্য ফোটা করবীর মঞ্জরীর তলে
তোমার পরশ যেত নেচে পলে পলে,
সুপ্তি তার কেড়ে নিয়ে তারে প্রাণ দিত
মোর প্রাণে তার সাড়া জাগায়ে তুলিত,
তন্দ্রা ঘুচে জীবন হইত ভোর
সে আলোয় ঢাকি,
ওরে আলো তোরে যদি ভালবেসে থাকি।

তবে যবে দিবা শেষে রাতের ছায়ায়
আমারে লুকাবে এসে বিপুল মায়ায়
দূরে ঝঞ্ঝা দেখা যাবে পুষ্প যাবে ঝ'রে
বায়ু কেঁদে কেঁদে যাবে নব পত্র পরে,
গভীর আঁধার এসে আপনা হারায়ে
আমারে কাড়িতে চাবে দুহাত বাড়ায়ে,
বিদ্যুৎ বিষম লাজে লুকায়ে হাসিবে
মেঘ যাবে হাঁকি
ওরে আলো তোরে যদি ভালবেসে থাকি।

7495

তবে আজ বলে যারে হেন কোন বাণী
দিয়ে যারে কোনো দান তারে লব মানি
সে বাণীর গুঞ্জরণে দানের মহিমা
মুগ্ধ প্রাণে ছড়াইবে নাহি রবে সীমা,
দেহ মনে সে একটি লীলা হবে সুরু
তোর কাছে দীক্ষা মাগি তোরে বলি গুরু,
সেই যে একটি কথা তারি ধ্বনি স্মরি
কেটে যাবে ঝঞ্ঝাভরা মত্ত বিভাবরী।
সে আঁধারে তোর বাণী টেনে নেবে মোরে
তোর কাছে ডাকি
ওরে আলো তোরে যদি গুরু ব'লে থাকি।

শেষের রেশ

আষাঢ়েতে চারিদিক জলে গেছে ধুয়ে
ঘন ঘোর বরষায়
মাঠ ঘাট ডুবে যায়
সব ধুয়ে যায় তবু কিছু যায় থুয়ে। .
যত কিছু হয় শেষ
পিছে ফেলে যায় রেশ,
শেষ হয় তবু যেন শেষ নাই কিছু।
যেটুকু যেখানে পাই
চাপিয়া রাখিতে চাই,
আবার হারায়ে তারে পড়ে থাকি পিছু।
শেষ হ'ল মনে ভেবে
ব্যথা বুকে আসে নেবে,
তবু যেন মনে হয় শেষ হয় নাই।
সব যদি নাও পাই
অমি যতটুকু চাই
সেই মোর সব হবে যতটুকু পাই।

অনেক চাওয়ার পাছে
এতটুকু পাওয়া আছে
সেও মাঝে মাঝে যেন হারাইয়া যায়
বুকে তবু তার স্মৃতি
লীন হয়ে থাকে নিতি,
হারায় না যতটুকু একবার পায়।
তোমারে পেয়েছি আমি
যে কয়টি দিবা যামী
চিরকাল চিরযুগ সেই মোর হবে
সিক্ত হৃদি তট পাশে
ব্যথার কমল ভাসে,
সকল হারায়ে মোর তবু সব রবে
তাই নিয়ে রব প'ড়ে
নূতন জীবন গ'ড়ে
হারান স্মৃতির মাঝে হারান পরশ,
তাই লয়ে ভরি বুক
চাপিয়া রাখিব দুখ
ক্ষণিকে অমর করি দুখের হরষ॥

পরিচয়

সন্ধ্যা বেলা কাল
আঁধার তখন আপন মনে পাত্‌তে ছিল জাল্,
আমাদের ওই শুক্‌ন মাঠের পাছে
একটা বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছে
ছেয়ে গেছে রঙিন্ ফুলে ফুলে,
তারি শাখায় উত্তর বায় উঠ্‌তেছিল দুলে।
সেইখানেতে খেল্‌তেছিল একটী ছোট মেয়ে
বসেছিলেম তারি দিকে চেয়ে,
হর্ষে তাহার ভরা ছিল বুক,
অস্ত রবির আলোয় আলোয় রঙিন ছিল মুখ
চিত্ত তাহার মুগ্ধ ছিল, চরণ চঞ্চল
বাতাস লেগে উড়্‌তেছিল আকুল অঞ্চল।
অন্ধকরা অন্ধকারে আলোক হ'ল লয়
আমার তখন তাহার সাথে ঘট্‌ল পরিচয়।

শুধাই তারে ডেকে
এলে কোথার থেকে
কোথায় সে বা রয়
চেয়েছিলেম সকল পরিচয়।
নত করি স্নিগ্ধ আঁখিটীরে
ছোট্ট মনের ছোট্ট কথা কইল ধীরে ধীরে
তাহার মনের যে টুক্ দিল খুলি
লুকিয়ে থাকুক্ সে সব কথাগুলি
লয় হয়ে যাক্ মনের বনের ধারে
রাতের অন্ধকারে।

হঠাৎ হ'ল মনে
এম্‌নি ক'রে এম্‌নি সঙ্গোপনে
আমাদের এই জীবন প্রান্তময়
কত লোকের চরণ চিহ্ন রয়,
কারু স্মৃতি লুকিয়ে থাকে মনের কূলে কূলে
কারু কথা তখনি যাই ভুলে।

এমন মধুময়
এই যে পরিচয়
একি শুধু
আধ্ ভোলা আধ্ ভোলা
একটা দোলায় দোলা!
এর মাঝে কি এমন কিছু রয়না ওগো বাকি,
এমন কিছু সত্য থাকে নাকি?

যাহা মোদের চিত্ত মাঝে
নিত্য হ'য়ে রয়
সবার সাথে ঘটিয়ে দিতে গোপন পরিচয়।

প্রার্থনা

দিয়ে মোরে দুখ
যদি পাও সুখ
দিও গো আমারে দিও গো—
টেনে নিলে মোরে
দুখের সাগরে
সুখ পাও যদি নিও গো।

যত ক্ষোভরোষ
যত আছে দোষ
যা কিছু তুচ্ছ পঙ্কিল
ধূলাতে লিপ্ত
যাহা অনিত্য
যাহা শঙ্কট শঙ্কিল—
চঞ্চল দোলে
চিত্তের রোলে
সমস্ত চলে ব'য়ে
তবু আপনারে
মহা পারাবারে
ভাসাইনু সব ল'য়ে।

অপরাধ যত
আছে কত শত,
ধূলায় অন্ধ প্রায়—
আজি এই স্রোতে
অন্তর হ'তে
সব দেখি ধুয়ে যায়।
ওঠে উতরোল
জল কল্লোল,
সব বন্ধন টোটে,
পঙ্কের পরে
স্নেহ হাসি ভরে
পঙ্কজ ফুটে ওঠে।

তবু সব ল'য়ে
আসিয়াছি ব'য়ে
পার হয়ে মহানদী
এই জল ধারে
ভাসায়ে আমারে
দিন রাত নিরবধি।
যদি নিতে চাও
নাও তবে নাও
চরণে কি তব অঙ্কে
এই উজ্জ্বল
ভক্তির জল
ধুয়ে দিক্ মোহ পঙ্কে।

দুখ দিতে চাও
দাও তবে দাও
আর সব কর নষ্ট
এই—আঁখি জল
হোক সম্বল
সার্থক হোক্ কষ্ট।

কোন কথা নহে

কোন কথা নহে আজ কোন কথা নহে
আজ শুধু রহ বসি নিস্তব্ধ নির্ব্বাক,
অন্তরের ব্যথা যদি ভার হয়ে রহে
তবু আজ মৌন রহ ; সব পড়ে থাক্।
এই ঘন বনতলে স্নিগ্ধচ্ছায়াপর
মেলে রাখো শান্ত তব বিমুগ্ধ অন্তর।

কোন কথা নহে

ইন্দু যবে ঢালে আলো সিন্ধু গরজায়
আকুল তরঙ্গ ভাঙ্গে পাগলের প্রায়
শুক্তি ভাঙ্গি মুক্তা যত ছড়াইয়া পড়ে
দূরে দূরে সিন্ধুতটে বালুকার পরে।
রবি মহা দীপ্তি ল'য়ে জাগে পূর্ব্বাকাশে
হে কবি, রহিও স্থির আকুল উচ্ছ্বাসে।
সেই দীর্ঘ তটপরে স্থবর্ণ আলোকে
এ বিশাল বিশ্বখানি দেখো শান্ত চোখে,
স্তব্ধ ক'রো মত্ত তব চিত্ত চঞ্চলতা
অবরুদ্ধ করি কণ্ঠ। পরাণের ব্যথা
নাহি যেন ছোটে বাক্য পথে ; কথা যত
মর্ম্ম মাঝে লুপ্তি পাক্। হে কবি, সতত
মেল তব অক্ষি খানি। এই ছায়া তলে
এই ফুল গন্ধে ভরা শ্যামল অঞ্চলে
ঢাকো তব চিত্তটিরে। শুধু দেখো চেয়ে
অপরূপ শান্তরূপে সব যাক্ ছেয়ে।

এই স্তব্ধ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আলোকে
চারিদিক শান্ত হোক্। শুধু লোকে লোকে
নিস্তব্ধ অন্তর হতে অমৃতের ধারা
আকুল উচ্ছ্বাস ভরি হোক্ আত্মহারা।
কথা যত হোক্ শেষ। তর্ক ঘুচে যাক,
তোমারে করিয়া দিক্ নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্।
চিত্ত যেন মুগ্ধ হ'য়ে শান্ত হ'য়ে রহে,
কোন কথা নহে আজ কোন কথা নহে।
এই মহা শান্তি মাঝে স্নিগ্ধ দৃষ্টি হানি
রাখি শুধু একবার চোখে চোখ খানি
আসিয়া দাড়াও এই কাননের ছায়,
হাসিয়া দাড়াও এই পথের ধূলায়,
কাঁদিয়া দাঁড়াও এই শিশিরের জলে
এ উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপতলে,
যেথা দূর দূরান্তরে বিশ্ব বায়ু বহে
কোন কথা নহে আজ কোন কথা নহে।

পরিণতি

লহ মোরে লহ মোরে চল মোরে ল'য়ে
আমার এ স্বপ্ন স্রোত যেথা গেল ব'য়ে।

কালের এ সমুদ্রের স্তব্ধ হবে গতি
বাসনার হবে শেষ পাবে পরিণতি
তুচ্ছ এ জীবনখানি। সব যাবে মুছে
বাধা বন্ধহীন হবে মোহ যাবে ঘুচে
আশাহীন, ভাষাহীন, শেষ সেথা সব
পান্থহীন পথপরে নাহি কলরব
জন্মহীন, মৃত্যুহীন, নাহি রবে কাল—
নাহি রাত্রি, নাহি দিন, না হয় সকাল,
লক্ষ্য নাই কর্ম্ম নাই, নাই কোন বোঝা
নাই এই ঝরা ফোটা অবিশ্রান্ত খোঁজা।

চাওয়া নাই পাওয়া নাই শেষ সব হবে
এ ভ্রান্তি ঘুচিয়া যাবে আত্ম অনুভবে।
অবিশ্রান্ত কর্ম্ম ক্লান্ত সকলের ক্লেশ,
নিমেষে সুস্নিগ্ধ হবে ব্যথা হবে শেষ।
এ দুরন্ত বহ্নি শিখা শান্ত করে সেই,
সকল শীতল করে সে কি কিছু নেই ?
সমস্ত হরণ করি দিতে পারে সব
চিত্ত পরিপূর্ণতায় অতুল বিভব !
এই তুচ্ছ এ অনিত্য ক্ষণিকের সুখ
নিমেষে ভোলাতে পারে ভ'রে দিয়ে বুক,
পৃথিবীর মিথ্যা হ'তে পারে সেথা নিতে
মহা পরিণতি মাঝে সত্যের জ্যোতিতে।
ল'য়ে চল ল'য়ে চল জান যদি পথ
পিছে ফেলে অভিশপ্ত সমস্ত জগৎ,
মুগ্ধ অন্ধকার হ'তে দীপ শিখা হাতে
সবার অচেনা পথে সবার অজ্ঞাতে।

ফিরে নাও

নেবোনা নেবোনা আর
এতদিন অনিবার
যা নিয়েছি দান,
সে দুর্লভ উপহার
কভু কি যথার্থ তার
করেছি সম্মান ?

বসন্তের গন্ধভরা
প্রতিদিন বসুন্ধরা
যাহা গেছে রাখি,
সমস্ত কি র'য়ে র'য়ে
চিত্ত হ'তে গেছে ব'য়ে
কিছু নাই বাকি ?

জন্ম হ'তে এতদিন
যা পেয়েছি গ্লানিহীন
অতল গভীর,
সে সমস্ত চিত্ততলে
আজো কেন নাহি জ্বলে
কেন নাহি স্থির ?

এত দিন এত কাজে
এত দান এসে বাজে
তবু চিত্ততল
কেন সেই শূন্য রয়
চঞ্চল বেদনাময়
করে টলমল্ ।

ফিরে নাও

নিতে নিতে যায় চলে,
ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে
রিক্ত হয় মন,
আবার অমৃত সুধা
মিটাইতে মত্ত ক্ষুধা
করে আয়োজন।

দিনে দিনে দুখে সুখে
সেই পাত্র ধরে মুখে
তবু ওরে একি
ক্ষণে ক্ষণে মোহময়
সিক্ত ওষ্ঠ শুষ্ক হয়
সব রিক্ত দেখি!

আর নয় আর নয়
মদ মত্ত চিত্তময়
উঠিয়াছে রোল,
গরলের পাত্র ধর
মোরে শুষ্ক জীর্ণ কর
দাও শান্ত কোল।

এতদিন এই চিত্তে
যাহা এসে হল মিথ্যে
ফিরে লও তারে,
অনন্ত শূন্যতা ভ'রে
দাও মোরে চূর্ণ ক'রে
মত্ত পারাবারে।

নিঃস্ব হিয়া

নিজে নিঃস্ব করে
দিল বিশ্ব ভ'রে
তব দীপ্ত বাণী
গেল উচ্চ সুরে
হৃদিকুঞ্জ পুরে
সুধা গন্ধ হা'নি ;
বহু ভক্ত মিলে
কত অর্ঘ্য দিলে
তব দ্বার চুমি,
পূত চিত্ত ঝারি
ঢালে প্রেম বারি
তাহে সিক্ত তুমি ।
আমি কক্ষ কোণে
ছিনু ম্লান মনে
পাদ প্রান্ত মা'গি
হত-চক্ষু ভ'রে
ব্যথা অশ্রু ঝরে
তব স্পর্শ লাগি ।

আমি দ্বার বেঁধে
মরি ব্যর্থ কেঁদে
মম চক্ষু পাশে
রচে রাত্রি ছায়া
নানা মত্ত মায়া
কত রঙ্গে আসে ;
মম বক্ষ চাপি
আসে দুঃখ কাঁপি
তবু স্পর্শ ধারা
নানা নৃত্যে দুলে
স্মৃতি চিত্ত কূলে
করে আত্মহারা ;
সব কর্ম্ম ফেলে
দিনু মর্ম্ম ঢেলে
তব ভক্তি গানে
সুর অগ্নি শিখা
হ'য়ে বক্ষে লিখা
ওঠে ঊর্দ্ধ পানে।

কোন মুগ্ধ রাতে
মধু গন্ধ বাতে
ছিনু শয্যা পরে,
দূরে বর্ষা রাশি
ওঠে অট্টহাসি
মম চিত্ত ভ'রে,
ছায়া কুঞ্জে ছুটি
ভিজে পক্ষী তুটি
ডাকে আর্ত্তনাদে,
মৃত্নকম্পিলতা
মূক মর্ম্ম ব্যথা
তোলে নৃত্য ছাঁদে।
শ্যাম শষ্প পরে
কত পুষ্প ঝরে
তুখে নিঃশ্বসিয়া
পথ প্রান্ত জুড়ি
চলে পাংশু উড়ি
বন মর্ম্মরিয়া।

মহা মূর্ত্তি একি
দূরে লিপ্ত দেখি
আলো দীপ্তি ঢালা
এল স্নিগ্ধ হয়ে
নব বার্ত্তা ক'য়ে
হাতে পুষ্প থালা।
আমি চক্ষু খুলি
গেনু পৃথ্বী ভুলি
ভাব-রুদ্ধ ভারে,
মোরে ভিন্ন করি
তার ই চিহ্ন ধরি
চলি অন্ধকারে
তার ই স্বপ্ন আসি
সব দুঃখ নাশি
মোর চিত্ত হরে
ব্যথা ধিক্কারিয়া
মোর তপ্ত হিয়া
জ্বালে দীপ্তি ভরে।

ঘন বর্ষা চুমি
জলে সিক্ত ভূমি
হৃত চন্দ্র তারা

সুখ স্পর্শ সম
বহে চক্ষে মম
নব অশ্রু ধারা।

দিবা রাত্রি কত
কাটে স্বপ্ন মত
রহি আত্ম ভোলা

নভো বক্ষ পাশে
একী দীপ্তি আসে
দেয় চিত্তে দোলা ;

ঘন রাত্রি টুটে
কিযে মূর্ত্তি ফুটে
ছিড়ি অন্ধকারে,

ভাবি রাজ্য ছাড়ি
দেব অব্ধি পাড়ি
নব রাজ্য পারে।

মম চক্ষু হ'তে
কি যে ব্যর্থ স্রোতে
ব্যথা অশ্রু বহে
কার দুঃখ বহি
সদা মত্ত রহি
সে যে লুপ্ত রহে
কার গুপ্ত ছোঁয়া
যেন অশ্রু ধোয়া
সদা কাঁদি ফিরে
যেন মুগ্ধ ঘুমে
মহা পৃথ্বী চুমে
আসে মৃত্যু ধীরে।
যত প্রাণধারা
হেথা আত্মহারা
সবি স্তব্ধ ভয়ে
কার স্পর্শ লভি
একি আর্ত্ত ছবি
আসে মূর্ত্ত হ'য়ে।

কেন হর্ষ শোকে
এই মুগ্ধ লোকে
ফেরে আত্মা দেহে

কেন চিত্ত মম
ছেঁড়া পুষ্প সম
লোটে ভগ্ন গেহে ;

কি অনন্ত কোলে
দুখ হর্ষ দোলে
মহা স্বপ্ন মাঝে,

ছায়া স্নিগ্ধ কায়া
রচে চক্ষে মায়া
কি যে বক্ষে বাজে !

তারি স্মৃতিখানি
দূর স্বপ্ন মানি
লোকে মিথ্যা ক'বে,

মম নিঃস্ব হিয়া
তারে বিশ্বাসিয়া
পথে মগ্ন রবে ।

পর্য্যাপ্ত

কবে একদিন জ্যোৎস্না আলোয়
তোমারি ঘরের পাশে
আমার পরাণ কেঁদে মরেছিল
বেদনারি নিঃশ্বাসে,
শুক্লপক্ষ স্তব্ধ আকাশ
ছেয়েছিল ছেঁড়া মেঘে
ঘন কাশ বন করে শন্ শন্
উত্তর বায়ু লেগে।

তুমি বাহিরিয়া এলে—
তোমার উদার দক্ষিণ হাতে
স্নিগ্ধ আলোক জ্বেলে,
ওগো বেদনার নাথ
আমার লুকানো মলিন হিয়ায়
করিলে নয়নপাত।
তোমার হাতের প্রদীপের শিখা
মৃদু মৃদু কাঁপে দেখি
মনেতে তখন নূতন বারতা
হতেছিল লেখালেখি,

আমি ত গো চাহি নাই
তুমি আপনা হইতে আলোকে তোমার
        মোরে দিয়েছিলে ঠাঁই,
তুমি যে উদার সূর্য্যের মত
মহান্ আলোক তব,
যতটুকু মোর পড়েছে চিত্তে
        করিয়াছে অভিনব
        সেই যথেষ্ট মোর
তারি সম্মান
        করে যেন প্রাণ
মুগ্ধ জীবন ভোর।

বর্ষার আয়োজন

বিজলী থেকে থেকে চমকি যায় মন
বর্ষা নাই তার রয়েছে আয়োজন,
গভীর কালো মেঘে আকাশ গেছে ঢেকে
এ জল নাহি জানি কাহার অভিষেকে।
দুয়ার খুলে রেখে বসিনু তারি পাশে
ওধারে ছেয়ে গেছে সবুজ ঘন ঘাসে
একটি পাশে জমী এসেচে নীচু নেমে
সকাল হ'তে জল রয়েছে থেমে থেমে
আকাশ কালো হলো গভীর ব্যথা ল'য়ে
তাহারি ছায়া জলে পড়িল কালো হ'য়ে।
অশথ তলে গরু গোয়ালা গেল বেঁধে
বাছুর কোথা ওর ফিরিছে কেঁদে কেঁদে,
একটি ফল লয়ে বসিয়া মুখোমুখি
শালিক দুটো শুধু করিছে ঠোকাঠুকি।
মাধবীলতা ওই কাহার অনুনয়ে
আকুল শাখাগুলি দুলায় লাজে ভয়ে।
তালের ছায়াতলে দখিণ বায়ু ছোটে
উদার পাতাগুলি ওপরে নেচে ওঠে।

সবুজ কচুবন জলের বুকে বুকে
দুধারে হেলে হেলে পড়িছে ঝুঁকে ঝুঁকে।
মলিন রঙ্গে আজ মেলেছে নব মায়া—
আমার বুকে তার ফেলেছে ঘন ছায়া॥

সপ্তপর্ণ

যাবার বেলা এসেছি তোর কাছে
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ,
অনেক দিনই তোরি ছায়ে
দেখেছিলেম তোরি পাতার নাচ,
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ।
আমার গোপন দুঃখগুলি
তোমার পাতায় উঠ্‌ল দুলি,
অনেক ব্যথা মলিন হ'ল তোমার শাখাময়,
তারি পরে শীতল হাওয়া বয়।
যাবার দিন যে ঘনায় আসার পাছ,
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ।
বর্ষা যখন আকুল ধারায় ঝরে
ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিলেম ঘরে ;
আমার তরে পর্ণপুটে রাখ্‌তে ভ'রে জল,
আমি এলে আমার দেহের পরে
সোহাগভরে
ঢাল্‌তে অবিরল।

বাতাস তোমার দুলিয়ে যেত শাখা
মুগ্ধ আকাশ রইত মেঘে ঢাকা,
তোমার একটা ডালের ওপর থাকি
ছোট্ট পাখী কর্‌ত ডাকা ডাকি,
আমি তখন অনেক গাছের
কুড়িয়ে অনেক ফুল,
তোমার গোড়ায় ঢেলে দিতেম
সৌরভে আকুল।
তখন যেন মনে হ'ত তোর
পাতায় পাতায় বুন্‌ল লজ্জা ডোর,
আমি হেসে বলেছিলেম দুঃখ কি আর আছে,
ফুল ত ফোটে অনেক গাছে গাছে
বলেছিলেম ভুলিয়ে নানা ছলে
আমি তোরে ভালবাসি
ফুল ফোটেনা ব'লে।

আজকে যাবার কালে
সেই প্রেমেরি পরশ ছড়াক্ তোমার ডালে ডালে
সেই দিনেরি গন্ধখানি ভোরের আলোয় মাখি
আমি আমার বক্ষে নেব আঁকি।
তোরও কিরে পাতার নীচে
কঠিন মর্ম্মতল
আমার স্মৃতির বেদনভরে
কর্‌বে না টলমল ?
মন্দ বায়ু নীল আকাশের সনে
আমার কথা পড়বে না তোর মনে ?
থাম্‌বে নাকি একটু খানি ভোরের আলোর নাচ,
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ।
এই তোমারি কুঞ্জতলে মাটির বক্ষ জুড়ে
মোদের কথা মর্‌বে নারে ঘুরে ?
স্তব্ধ রাতে যবে
জোৎস্না আলো আকুল হয়ে রবে,
সে কি তাহার চিত্ত মাঝে
রাখ্‌বে নারে লিখে—
গাছের সাথে একটি মেয়ের
প্রেমের কথাটিকে ?

বয়স

তখন সন্ধ্যাকালে
অস্ত রবি দূরের থেকে রঙিন আলো ঢালে,
বইল বাতাস ধীরে,
দিনের আলো আস্‌ল তখন সন্ধ্যা সাগর তীরে।
রবি তখন নাম্‌তেছিল সুদূর গগন বেয়ে,
দূরের মাঠে খেল্‌তেছিল একটি ছোট মেয়ে।
মধুর হাসি তার
নবীন কচি পাতায় পাতায় ছড়াল বার বার।
তখন ওই যে বুড়ো সব কাজে যার হেলা
বসে বসে দেখ্‌তে ছিল ছোট্ট মেয়ের খেলা,
ষাট পেরিয়ে এলো বোধ হয় তার
ভালয় মন্দ সকল ছন্দ ধুলোয় একাকার।
বাতাস কাঁপন লাগিয়ে গেল কোঁকড়া কালো চুলে,
বুড়োর মনের গোপন পুরের সকল দিয়ে খুলে।

সে বুঝিগো ভাব্‌তেছিল আপন মনে যেন,
এমন হ'ল কেন ?
এমন কেন হয়—
উহার বয়স আট্ যদি বা হবে
আমারে বা ষাট্ কেন গো কয় ?
আমারও ত এম্‌নি ছিল দিন, এম্‌নি ছিল খেলা,
আমারও ত বুকের উপর দিয়ে
গেছে এমন মধুর সন্ধ্যাবেলা,
আমারও ত এম্‌নি ছিল হাসি
রঙিন মায়ার জাল,
লোকে বলে অনেক দিনের কথা
সে যে অনেক কাল।

এত শুধু ভোলায় কথার ছলে
কে জানেরে কাল কাহারে বলে,
কে জানেরে কোথার ধুলায়
ধুসর হয়ে হয়ে
কোন্ এক্ স্রোতে
সুদূর পথে
কাল চলেছে বয়ে।
তাহার মাতাল প্রাণের সাথে
জড়িয়ে মোদের প্রাণ
সে কেনরে যাবার বেলায়
দেয়রে আবার টান্?
জীর্ণ করে দীর্ণ করে
পরাণ ছল ছল
সে কেনরে মোদের কাণে
বল্‌বে চল চল?
সকল তত্ত্ব সকল সত্য মিথ্যা হয়ে যায়,
তারেই কিরে বয়স বলে হায়?
চাইনা আমি শুন্‌তে কোন কথা
হারিয়ে যেতে কথার অতল তলে,
আমায় শুধু সত্য করে বল
বয়স কারে বলে?

নির্জ্জন বনছায়ে

গভীর শ্যামল নিবিড় মুগ্ধ
গহন কুঞ্জতলে
তরুণ সূর্য্য উঠিয়া তখনি
লুকাত কি কৌশলে,
একটি ক্ষুদ্র পাখী ছিল সেথা
কি জানি কি করি আশা
মর্ম্মর বনে নেচে ক্ষণে ক্ষণে
বেঁধেছিল নিজ বাসা,
পাতার আড়ালে দুলিত পুষ্প
বর্ষা পড়িত ঝরি
সে নিজেরে ঢাকি কোমল পক্ষে
শিহরি শিহরি মরি,
সে কি আনন্দ দুলিত কাননে,
পুলক লাগিত গায়ে,
স্নিগ্ধ শ্যামল, আলো চঞ্চল,
নির্জ্জন বন ছায়ে ॥

শুষ্ক পত্রে বৃক্ষের তলে
রাখিত শয্যা পাতি
নব কিংশুক বিকশিত হ'ত
কাটায়ে আঁধার রাতি।
পাতায় পাতায় কি মধুর স্নেহ
করে যেত কাঁদা হাসা
সাথীটিরে তার ক্ষুদ্র পাখীটি
কি বাসিত ভালবাসা!
সকাল বেলায় শাখার আড়ালে
ক্ষুদ্র কুলায় খানি
মুখরিত হ'ত সে ছুটি পাখীর
সোহাগের কলবাণী,
ফুলের পাঁপড়ি উড়িয়া বাতাসে
ছড়ায় তরুর পায়ে,
প্রেম উজ্জ্বল মোহ উচ্ছল,
নির্জ্জন বন ছায়ে ॥

নির্জ্জন বন ছায়ে

কবে একদিন মেঘ দুর্দিন
সুপ্ত তারকা সাঁঝে
মুগ্ধা পাখীটি নিজ বন্ধুরে
জড়াল বুকের মাঝে,
বায়ু কেঁদে গেল করি মর্ম্মর
পুষ্প পড়িল ঝরি,
আকাশ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়
লইল বরণ করি,
মোহন মরণ একি পবিত্র—
এ কিরে চমৎকার !
জলদ ছাইল নীল অম্বরে
ঢাকিল অন্ধকার।
মুছাল ক্লান্তি, কি মহা শান্তি,
দুলিল মন্দ বায়ে,
স্নিগ্ধ মধুর, বেদনা বিধুর,
নির্জ্জন বন ছায়ে ॥

প্রকাশ

যত বার আপনার অন্তরে অন্তরে
আপনারে লুকাইয়া ভুলাইতে চাই,
ততবার ছিন্ন করে টেনে আনে মোরে
সবার চক্ষুর পাশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।
মুক্তি লাগি যতবার ছুটিয়াছি আমি
ততবার যেন কার নিষ্ঠুর শৃঙ্খলে
বাধিয়াছে মোরে অনন্ত বন্ধনে।
যতবার যতকিছু করিয়া গোপন
সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে রেখেছি লুকায়ে,
কে যেন গো ততবার ছিন্ন ক'রে মোরে
তিলে তিলে পলে পলে বিশ্বের মাঝারে
করেছে প্রকাশ। আজ বুঝিয়াছি তাই
নাই, নাই, নাই, মোর কোন শক্তি নাই
এতটুকু লুকাইতে করিতে গোপন।
বিশ্ব প্রকৃতির কোলে এতদিন ধ'রে
লুকায়ে আছিল যাহা ঘনসুপ্তিময়
গাছ পাতা তরুলতা সবাকার মাঝে
নীরব নিস্তব্ধ যাহা গোপন রয়েছে,—
নানা জীবশক্তি মাঝে নানা মূর্ত্তি ল'য়ে
নানা বাণীছন্দে তাহা প্রকাশিল ধীরে।

মৌন সৌন্দর্য্যের মাঝে এতদিন যাহা
গোপনে ফুটিয়া উঠে গোপনে শুকাত
আছিল সবার কাছে প্রাণহীন হ'য়ে
ছন্দবাক্যবন্ধহীন। সঙ্গোপনে
মানুষের কাছ হ'তে যা ছিল লুকায়ে
মানুষ তাহারে আজ ছিন্ন ভিন্ন করে
করিল প্রকাশ। ধীরে ধীরে আপনার
সূক্ষ্ম চিন্তা ধারা বাহি করি আবিষ্কার,
স্তব্ধ রহস্যেরে আজ ফুটায়ে তুলিল
প্রাণহীন ছিল যাহা প্রাণ তারে দিল।
প্রকৃতির মাঝে ছিল যা কিছু গোপন
নিষ্ঠুর পীড়নে তারে টানিয়া আনিয়া
টেনে নিল যত কিছু লাজ আবরণ।
টেনে নিল দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব অন্তরাল,
নগ্নরূপে আজ তারে করিল প্রকাশ।
এতদিন পরে আজ বুঝিলাম তাই,
নাই, নাই, নাই, মোর অধিকার নাই
বিশ্বের নিকটে কিছু লুকায়ে রাখিতে,
আপন মর্ম্মের তলে করিতে গোপন।

পরিত্যক্ত

এই সন্ধ্যা রশ্মি নামে বনানীর পর
জলের কল্লোল জাগে তরুর মর্ম্মর
আকাশেরে মত্ত করে, পুষ্পগন্ধধারা
দক্ষিণ বায়ুর বুকে হয় আত্মহারা।
শ্যাম শষ্প রাশি দোলে পল্বলের কোলে
তারি স্নিগ্ধ ছায়াখানি দীর্ঘ হ'য়ে দোলে।
বটের জটার তলে সন্ধ্যার আলোক
আকুল অঞ্চল মেলি রচে নবলোক।
অন্ধকার চুমি নামে সৌন্দর্য্যের আলো,
তোর এই রূপখানি বেসেছিনু ভালো
হে জননী আজ মোরে সেই কথা স্মরি
একবার ফিরে লও তব অঙ্ক পরি।
অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তব রূপের ছায়ায়
মোরে লহ। ঢাকো সব নিবিড় মায়ায়
ঘরের ধূলার পরে নহে মোর ঠাঁই,
আমারে ছেড়েছে সবে, কেহ ডাকে নাই।
তবে আজ ভাঙ্গ বন্ধ ছাড়ো গৃহ কোণ
আমারে চাহেনি কেহ নাহি প্রয়োজন।
বসন্তের বনে যবে জাগে ব্যাকুলতা
নিস্তব্ধ পূর্ণিমারাতে, আমার দেবতা

আমারে করেছে পরিত্যাগ। বেদনায়
ছেয়েছে আকুল চিত্ত। পথের ধূলায়
আমারে রেখেছি এনে, প্লাবি অশ্রুনীরে,
অবসন্ন খিন্ন মনে চলিয়াছি ধীরে
এ বিশাল ধরণীর এ সংসার মাঝে
আমার ত দাবী নাই, লাগি নাই কাজে
কোন দিন এতটুক্, চিত্ত বেদনাতে
দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছি ভিক্ষাপাত্র হাতে
যে টুকু লভেছি কৃপা তারে ফেলে দিয়ে
আবার চলেছি দূরে শূন্য পাত্র নিয়ে।
সন্ধ্যালোকে একি বার্ত্তা ছায় চিত্তময়
কি নিবিড় শান্তি নামে !

ওরে আর নয়

এ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পাদপদ্ম তলে
ব্যর্থ তব চিত্ত খানি আনো অশ্রুজলে
তব জ্যোতি বয়ে যাক সর্ব্ব অঙ্গ চুমি,
কেহ যারে ডাকে নাই তারে ডাকো তুমি।

নাইবা কিছু থাক্‌ল

আশ্বিনের ওই ব্যাকুল মেঘে
আকাশ খানা ঢাক্‌ল,
প্রভুহে, আমার আর নাইবা কিছু থাক্‌ল।
দুই পাশে মোর বালুর চরে
বাঁশের ঝোপে আঁধার করে
পায়ের কাছে শ্রান্ত নদী
মুগ্ধ স্বরে বাঁক্‌ল।

পুষ্প ঝরা কুঞ্জ তলে
জোনাক্ রাণীর আলোক জ্বলে,
ভাঙা ঘরের দুয়ারে মোর
বাতাস এসে হাঁক্‌ল।
আকাশ ভরা ছিন্ন মেঘে
তড়িৎ খেলে চমক্ লেগে
বজ্র অতি আকুল স্বরে
অচেনারে ডাক্‌ল।
প্রভুহে, আমার আর নাইবা কিছু থাক্‌ল।

প্রয়োজন

তুমি তখন চলেছিলে
উচ্চ তব রথে
আমি তোমায় খুঁজ্‌তে ছিলেম
সকল পথে পথে।
যখন হে মোর প্রিয়,
বসন্ত তার রঙিন্‌ উত্তরীয়
উড়াল এই কাননে পর্ব্বতে,
আমি তোমায় খুঁজতে ছিলেম
সকল পথে পথে,
লোকে আমায় দেখে
হাস্‌ত থেকে থেকে
বল্‌ত আমায় কারে লো তুই
খুঁজিস্‌ অনুক্ষণ
অনেক দূরের উচ্চ পুরের
তারে বা তোর কিসের প্রয়োজন ?

কি মিথ্যারে বক্ষে ক'রে
অনন্ত জগতে
কাজ ফেলে তুই মুগ্ধ মনে ফিরিস্ পথে পথে
ফিরিস্ পথে কাজের বেলায়
ফিরিস্ কেবল খেলায় খেলায়
সাগর মাঝে তুচ্ছ ভেলায়
করিস্ রে তুই কিসের আয়োজন,
মোদের চেয়ে অনেক দূরের যে রে
তারে বা তোর কিসের প্রয়োজন ?

তখন ঘুরে ঘুরে সকল দিবস যামী
ভেবেছিলেম আমি,
এত লোকের মাঝে
অনেকে রয় আপন আপন কাজে
কেউবা আবার এই সাগরের কূলে
কাজ গিয়েছে ভুলে
সবার নিকট হ'তে
আমায় টেনে অপূর্ব্ব এক স্রোতে,

অমিলেরি সকল বোঝায় ভ'রে
বিধি বুঝি গড়েছিলেন মোরে,
তাই বুঝি মোর অনেক চাওয়ার ধন,
সবার কাছে দূরের তুমি কিনা
তোমারে তাই বিষম প্রয়োজন।

শৃঙ্খল

এ মহাসাগর সংসার মাঝে
এ কি বন্ধনে বাঁধে
তাহার মাঝারে একটি পরাণ
মুক্তি লাগিয়া কাঁদে।
পাগলের মত বিশ্ব নিয়ম
লঙ্ঘন করিবারে
একটি কেবল চিত্তের পণ
চঞ্চলে আপনারে,
করিবে দগ্ধ সকল বাঁধন
জ্বলিল চিত্ত শিখা
রক্ত কাঁকন পরিব হস্তে
কপালে রক্ত লিখা,
রাজারে প্রজারে ভিখারী ধনীরে
এক ডোরে বাঁধিবার
কে গড়িল এই শৃঙ্খল খানি
কে লভিল অধিকার ?

দুয়ারের ধার করিয়া আঁধার
ঘন ব্যথা ভার নামে,
দক্ষিণে মোর কিসের এ ঘোর,
কি প্রাচীর মোর বামে ?
ক্ষুব্ধ হইয়া মুগ্ধ হৃদয়
বাহিরিল দিশাহারা,
বক্ষের পাশে কেঁদে নেমে আসে
লক্ষ সুরের ধারা,
বাধা পেয়ে পেয়ে বুকে যায় ছেয়ে
আকুল দুঃখ যত
এ মহা বাঁধন যায় না ছেদন
মাথা করে দেয় নত,
যত ভাবি আমি কোন বাধা নাই
মহান্ মুক্তি মোর
জাগে ক্রন্দন, আসে বন্ধন,
হস্তে নবীন ডোর।

নব নব রূপে বাঁধে চুপে চুপে
কত না মিথ্যা ছলে
পথে বাহিরাই পথ নাহি পাই,
আকুল অক্ষি জলে।
আর কিছু নাই নিশিদিন ধ'রে
শুধু এই ঘোরা আছে,
সে কোন্ লক্ষ্যে রাখিয়া চক্ষু
না জানি সে কোন্ কাজে ;
একি এ বাঁধন যায় না ছেদন,
কে বাঁধিল এত ক'রে ?
সবার মাঝারে বাঁধিল সবারে
কি যে শৃঙ্খল ডোরে !

শেষের খোঁজ

কোন্ খানেতে শেষ আমার
কোন্ খানেতে শেষ,
কোন্ খানেতে থামে আমার
ছুঃখ সুখের লেশ।
ভরা স্রোতের মাঝখানেতে
কোথায় পাব পার,
অসীম মাঝে সীমা কোথায়
অচিন পারাবার,
কালের যবে হারিয়ে যাবে
মুহূর্ত্ত নিমেষ,
কোন্ খানেতে শেষ আমার
কোন্ খানেতে শেষ ?

পরাজয়ের ধুলায় মাখা
দুখের বোঝা ব'য়ে
তাকিয়ে রব হতাশ মনে
নিমেষ হারা হয়ে,
কবে আমার ঘরের মাঝে
জ্বল্‌বে না গো আলো
আঁধার এসে নামবে চোখে
সেই হবে গো ভালো,
যাইগো ছুটে অনেক দূরে
খুঁজি শেষের দেশ
কোন্ খানেতে শেষ আমার
কোন্ খানেতে শেষ ?

লুটিয়ে আমি শেষের পথে
ধুলোয় রব প'ড়ে
হৃদয় খানি উঠ্‌বে তবু
শেষ গানেতে ভরে,
রবি তখন তলিয়ে যাবে
তলিয়ে যাবে চাঁদ
আলো তখন পেরিয়ে যাবে
তমোপুরীর ফাঁদ,
রইবে নাগো কোথাও মোর
কিছুর অবশেষ
কোন্‌ খানেতে শেষ আমার
কোন্‌ খানেতে শেষ ?

ক্ষণিক

তখন সন্ধ্যার আলো স্নিগ্ধ মোহচ্ছটা
দিয়েছিল ছড়াইয়া, ক'রে নব ঘটা
মত্ত হয়ে বয়েছিল দক্ষিণের বায়
দিকে দিকে দোলা দিয়ে বনের শাখায়,
ধীরে ধীরে দেখিলাম মোর চারিধারে,
ছেয়ে গেল মুগ্ধ করা নিস্তব্ধ আঁধারে,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমি বুঝিনু সেদিন
আসে যায় নিত্য হয়ে অনন্ত নবীন ;
আমি সেই নূতনের নূতন খেলায়
গিয়েছিনু মগ্ন হয়ে সাগর বেলায়,
সহসা কখন মোরে কে যে নিল টেনে
বিদ্যুৎ দেখাল পথ দূরে বজ্র হেনে
চকিতে চাহিয়া দেখি একি মত্ত স্রোতে
আমারে ভাসায়ে দেছে কোন দিক হ'তে,
অন্ধকারে বহুদূরে জানিনা কোথায়
পাশে শুধু তরঙ্গের শব্দ শোনা যায়,
যেখানে দাঁড়ায়ে থাকি তাহা ছাড়া আর
যে দিকে ফিরাই আঁখি সমস্ত আঁধার।

যে মুহূর্ত্ত গত হয় মোর চিত্তময়
শুধু তারি স্মৃতি খানি লেখা হয়ে রয়,
ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা লাগে বুকে বাজে ভয়
তোমারে লভিনু পাশে এমন সময়।
অন্ধ-করা অন্ধকারে তরঙ্গ উছলে
আমারে টানিয়া নিল তব বক্ষতলে,
সঙ্কট সমুদ্র মাঝে নিভে গেল ভয়,
ক্ষণিক বিশ্রাম তরে মিলিয়া আশ্রয় ;
তোমার বিশাল বাহু মোর চারিদিকে
মোহন স্নেহের গণ্ডি দিল লিখে লিখে
কাঁপে উত্তরীয় মোর মুক্ত কেশ পাশ
ক্ষণে ক্ষণে লেগে তব সঘন নিঃশ্বাস।
আকুল আনন্দ মহাবেদনা বিহীন
অকূল অম্বরতলে রহিল বিলীন,
রাক্ষস আবর্ত্ত ভঙ্গ দূরে দেখা যায়
বিশাল তরঙ্গ আসে পাগলের প্রায়,
এখনি মুহূর্ত্ত মাঝে তোমারে আমারে
দুই দিকে টেনে নেবে ঘন অন্ধকারে,
দুজনার মধ্যখানে সেই কাল জল
হাসিবে পূর্ব্বের মত লুটায়ে অঞ্চল।

মরীচিকা

খরস্রোতা নদী পার্শ্বে শুষ্ক বালুপর
ছিল মোর ঘর,
মধ্যাহ্নের অভিশাপে বালুকার রাশি
উঠিত উত্তপ্ত হয়ে
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসি,
লক্ষ্যহীন
যেত দিন।
রুদ্ধ করি বাতায়নতল
শূন্য গৃহে রিক্ত মনে রহি অচঞ্চল।

কতদিন সুস্নিগ্ধ সকালে
অনন্ত রঙের আলো
জ্বলিয়াছে আকাশের ভালে,
নদীপরপার্শ্বটিতে কাশবন মাঝে
দক্ষিণের সমীরের ধ্বনি বাজিয়াছে,
মুকুলের গন্ধে ভরা স্নিগ্ধ বনতলে
শুষ্ক পত্র গেছে ঝরে
আকুল মর্ম্মরে,
জলের জেগেছে প্রতিধ্বনি,

সন্ধ্যামণি

চকিতে মুদেছে অক্ষি,
ক্ষুদ্র পক্ষী
ধরিয়াছে গান
অপূর্ব্ব অমৃত সুরা করি নিয়া পান
সহকার বৃক্ষ হ'তে।
মুক্ত স্রোতে
অরবিন্দ পরে
ঝরেছে অমল রশ্মি
স্নেহ হাস্যে ভরে,
তাহারে নেহারি
হেসেছে অপরাজিতা কুঞ্জ হতে তারি
সুন্দরী সুনীলা।
কতদিন হেরি এই লীলা
শুষ্ক বালুতট হতে
দূর পানে চাহি
মুগ্ধ মন অবগাহি
উঠিয়াছে রুদ্ধ অশ্রুনীরে।

ধীরে ধীরে
দুরন্ত চঞ্চল
উচ্ছ্বাসে ভরিয়া গেছে হৃদয়ের তল।
আপনারে ক্ষণে ক্ষণে
কি মিথ্যায় ভুলায়েছি,
করিয়াছি মনে
ভাঙ্গি এই তুচ্ছ দ্বার আনি আপনারে
কুঞ্জতলে ফুলগন্ধে ঐ নদী পরে !
সে মুহূর্তে তখনি আবার
বারংবার
আপনারে দিয়েছি ধিক্কার,
দ্বার দিছি রুদ্ধ করি
চক্ষু ভরি জলে,
পরম দুর্লভ আশা হেরি চিত্ততলে।

সেদিন ফাল্গুন রাতে
পূর্ণিমাতে
কেন গেল খুলে রুদ্ধ বাতায়ন দ্বার ?

দক্ষিণের বায়ে
মুহূর্ত্তের মাঝে দিল প্রদীপ নিবায়ে,
দেখা গেল দূরে
অনন্ত অম্বরতলে স্নিগ্ধ হিমাংশুরে,
আম্রবন তল
সে অমল জ্যোৎস্নাধারে দেখিনু উজ্জ্বল।
তখনি সে উন্মত্তের প্রায়
সুদূর দক্ষিণ হ'তে উত্তাল এ বায়
সমস্ত হরিল মোর ভাঙ্গি গৃহ দ্বার
পুষ্প ঘেরা ক্ষুদ্র নায়ে করি দিল পার ;
পরপারে নদীধারা
মোরে গেল থুয়ে
সেই কাশবন-মাঝে।
বটজটা পড়িয়াছে নুয়ে,
তারি ডালে
রাত্রির খদ্যোত তার লক্ষ দীপ জ্বালে,
সেই স্নিগ্ধ কুঞ্জতলে মোহ মুগ্ধ চোখে
ফুল গন্ধে সিক্ত করা জ্যোৎস্নার আলোকে

হেরিলাম আপনারে—
পরিপূর্ণ আনন্দের ভারে,
রাত্রি এল শেষ হয়ে।

মোহ মন্ত্র লয়ে
তরুণ অরুণদেব তীক্ষ্ণ রশ্মি হানি
সুদীর্ঘ অম্বর মাঝে দিলেন বাখানি
আপনার মহিমারে।
এ কি ওরে একি ?
সে মহিমা স্নিগ্ধ চোখে একী আজ দেখি
কল্লোলিনী নদীস্রোতে কোথা হতে হায়
আমার সে তুচ্ছ ঘর কোথা ভেসে যায়।

তারি বক্ষপরি
কালো জল
ছল ছল্
ওঠে নৃত্য করি,

সমস্ত আকাঙ্ক্ষা শেষ,
নির্নিমেষ
দৃষ্টি পার্শ্বে নিবে আসে আলো ;
তপ্ত বালু করে ধু ধু,
মুহূর্ত্তের তরে শুধু
মনে হয় ওই ছিল ভালো।

দ্বিপ্রহরে

স্তব্ধ দুপুরেতে সকল কাজ ফেলে
ওধারে বসে থাকি জান্‌লা রাখি মেলে,
একটা বট গাছ একটা ডোবা আছে
তাদের মাঝখানে ধানের ক্ষেত নাচে,
সেখানে ছায়াতলে হরষ বুকে ছেয়ে
সারাটা দিন থাকে এক্‌টি ছোট মেয়ে।
সে আসে ভোর বেলা অশথ তলা দিয়ে
বাঁশের লাঠি আর ছাগল শিশু নিয়ে,
যেখানে বট গাছে দুইটি জটা নেমে
কে জানে কবে হ'তে জড়ায়ে আছে থেমে,
সেখানে খেত দোল কেবল হেসে হেসে
বাতাস যেত খেলে ছড়ান কেশে বেশে,
ছাগল শিশু ঐ ডোবার পাশে পাশে
ফিরিত চরে চরে সবুজ ঘন ঘাসে।
ছড়ান সাদা কাল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
আকাশ থেকে থেকে প্রকাশে আপনাকে।

বটের গাছে বসে একটি ছোট পাখী
দূরের সাথীটিরে মরিত ডাকি ডাকি।
সূর্য্য নামে ধীরে আকাশ ধ'রে ধ'রে,
দুপুর কেটে গিয়ে বেলাটা যেত প'ড়ে।
বর্ষা ঝম্ ঝম্ ঝরিত ধীরে ধীরে
আকুল ধান ক্ষেত ডুবায়ে স্নেহ নীরে,
জলের বুকে বুকে ফুটিত মৃদু হাসি
দুধারে সরে গিয়ে শ্যাওলা রাশি রাশি।
মেয়েটি নেমে এসে ছাগল শিশু নিয়ে
ঘরেতে ফিরে যেত মাঠের পথ দিয়ে,
ধানের গাছগুলি শিহরি উঠে ঝুঁকে
লুটাত ক্ষণে ক্ষণে কোমল মুখে বুকে,
আমার মন মাঝে কেবলি যেত ছেয়ে—
ধানের ক্ষেত আর একটি ছোট মেয়ে।

প্রার্থনা

আমারে করগো সিক্ত
নয়ন জলে,
আমারে করগো রিক্ত
চরণ তলে,
করগো আমারে মুক্ত
পরাণে মনে,
করগো আমারে যুক্ত
তোমার সনে,
করগো আমারে দীপ্ত
আলোতে নব,
করগো আমারে লিপ্ত
চরণে তব,
ভরগো নূতন গন্ধে
পরাণটীরে,
চিত্ত বাজুক ছন্দে
নয়ন নীরে।
করোনা আমারে ভিন্ন
বাহিরে ঘরে,
পড়ুক তোমার চিহ্ন
জীবন ভ'রে।

অন্তর

নিস্তব্ধ নির্জ্জন গৃহে ফাল্গুন সন্ধ্যায়
নবীন মুকুল গন্ধ চারিদিকে ছায়,
পূরবীর স্নিগ্ধ সুর সকরুণ রাগে
সুদূরে ধ্বনিত হয়ে মর্ম্মে এসে লাগে,
গোপন স্নিগ্ধতা ভরি দক্ষিণের বায়
ধীরে ধীরে দোলা দেয় বনের শাখায়,
এত যে মধুর রসে ভরে গন্ধে গানে
তবু কি যে রয়ে যায় এর কোন্ খানে ;
নিজেরে আড়াল করি লুকাইয়া রাখি
কি যেন গোপন থাকে কিছু থাকে বাকি
এত যে মাধুর্য্য আছে এত গন্ধ গান
এত যে বিছান আছে মোহময় প্রাণ
এত যে রূপের খেলা হয়ে রূপময়
এত যে রঙিন হ'য়ে চলে ঋতু ছয়,
তবু যেন মনে হয় সব আবরণ
সবটুকু বাহিরের ভুলাতে নয়ন।

অন্তর

আপনারে রুদ্ধ করি ঢাকি চারিধার
সকল লুকান আছে যা আছে আমার,
রঙেতে ভরিয়া গেছে বাহিরের কুল
সকলে দেখিয়া তাহা করিয়াছে ভূল,
অন্তর হয়েছে শূন্য বাহিরে রেঙেছি
কেহ ত দেখেনি মোরে, ভেবেছে দেখেছি ;
গন্ধ দিতে পারি নাই শুধু দিছি রেশ
ভাবিয়াছি কেন এত মিথ্যা ছদ্মবেশ ?
আমার এ চতুর্দ্দিকে কেন এত সাজ
কেন রে রয়নি খোলা অন্তরের মাঝ ?
আজ তাই খুলি দিয়া যত আবরণ
আমার অন্তর তলে যা কিছু গোপন
তাহা জীর্ণ হয় হোক দৈন্য ভরা ঘোর
তবুও প্রকাশ কর যাহা আছে মোর।
যা কিছু কেবলি মিথ্যা, যা আমার নয়,
খেলো না তাহারে লয়ে ওগো খেলাময়।
মুছে যাক্ সব রঙ কিছু নাহি চাই
আমার অন্তরে আমি পূর্ণ হয়ে যাই।

স্বদেশ

পূর্ণিমার আলোকেতে
বায়ু উঠেছিল মেতে
অমল জ্যোৎস্নার ধারা নেমেছিল ধুয়ে,
বাতাসেতে বাঁশ বন
করেছিল শন্ শন্
দুধারে বৃহৎ শাখা পড়েছিল নুয়ে।

সেদিন চাহিয়া দূরে
করুণ ব্যাকুল সুরে
কত প্রশ্ন উঠেছিল সে কথা কে জানে,
এ বিশাল ধরা মাঝে
কেবা দূরে কেবা কাছে
নিজ দেশ কার আছে হেথা কোন্‌খানে?
এই ত জন্মায় নর
এই লয় অবসর
তবু মাঝে কিছুদিন কয়টী নিমেষ,
কোনো তুচ্ছ মাটীটুক্
ভরে রাখে তার বুক্
তারে সে আপন বলে বলে নিজ দেশ।

সে কি শুধু যেথা তার
বেড়ে ওঠে এ সংসার,
কুলক্রমাগত নীতি কুল ব্যবহার
সপ্তম পুরুষ ধরি
উঠিতেছে যেথা ভরি
তৃণ সম তুচ্ছ যত দম্ভ অহঙ্কার।

আজি কত দিন পরে
মুহূর্ত্তেক চেয়ে ঘরে
সে প্রশ্নের পেয়েছিনু সকল উত্তর—
শ্যামল অঙ্গন পরে
চেয়ে শুধু ক্ষণ তরে
বুঝেছিনু কোথা দেশ কোথা কার ঘর।
যেখানে কুটীরছায়
স্নিগ্ধ বায়ু বয়ে যায়
প্রভাতে অরুণোদয় আশীষের মত,
প্রবাসী ছেলের তরে
মা যেথায় কেঁদে মরে
দুয়ারের পাশে ব'সে আঁখি ক'রে নত।

তুলসীর মঞ্চ পরে
কাঁপে দীপ বায়ুভরে
মা'র চিত্ত হাহা করে নিজ পুত্র লাগি,
গভীর রাতের পরে
বাতায়ন খুলে ঘরে
প্রিয়া তার কেঁদে মরে দীর্ঘ রাত্রি জাগি।
প্রদীপ জ্বালায়ে রাখি
কভু মুখ রাখে ঢাকি
গভীর বিরহ দুখে করিছে আহ্বান
সে আহ্বান চিত্তে তার
জাগে নাকি বার বার
পড়ে নাকি মনে তার সে দূরের স্থান ?
তার পরে মৃদু হাসে
যখন সে গৃহে আসে
জননী আকুল ভাষে বুকে ধ'রে তুলে,
বিরহিণী আজ ঘরে
শুধু হেসে হেসে মরে
তাপদগ্ধ গত দিন নিমেষেই ভুলে।

তখনি সে ঘর তার
হয় নিজ আপনার
তখনি সে দেশ তার হয় নিজ দেশ
যখন মনের টানে
অন্য মন টেনে আনে,
স্নেহ প্রেমে ভরা হয় মুহূর্ত্ত নিমেষ ॥

মোছ এ ধূলি

কেন এ দ্বন্দ্ব এ মোর বন্ধ
হিংসা কেন
আমারে ঘেরিয়া রয়েছে বেড়িয়া
পাষাণে যেন,
হিংসা কেন ?
বহু দূর দেশ সেই কোথা হ'তে,
এই স্নেহ আসে কোন্ এক স্রোতে,
সেই জলধারে ধুতে আপনারে
মিথ্যা রোলে
অন্ধ হ'লে ?
রুদ্ধ প্রাচীরে কেন ধীরে ধীরে
বন্ধ হ'লে,
মিথ্যা রোলে।

তবু দেখি এই ভাঙ্গা দ্বার পাশে
মুহূর্ত্ত তরে একী আলো আসে,
বাহিরিতে চাই কেন বাধা পাই
অন্ধকারে
বন্ধ দ্বারে ?
ক্ষণে ক্ষণে একি উজ্জ্বল দেখি
দ্বন্দ্বটারে,
অন্ধকারে ?
একি অনিত্য দোলাতে নিত্য,
কেন দোলে এই আকুল চিত্ত,
কেন মোহময় হয়রে হৃদয়,
ধূলিতে মেশে ;
হিংসা দ্বেষে ?

খোল খোল ওরে খোল খোল দ্বার,
ছিন্ন বীণায় তোল ঝংকার,
বন্ধনময় চিত্তে আমার
একী এ রোল,—
লেগেছে দোল !
হৃদয়ে হৃদয়ে ওরে এইবার
তুফান তোল্,
লেগেছে দোল!

একী আলো এলো লাগিল চক্ষে
একী সুর নামে বক্ষে বক্ষে
একী এ ছন্দ আনে আনন্দ
আত্মহারা,
ভাঙ্গরে কারা।

চারিদিক হতে ব'য়ে যাক স্রোত,
প্রেমের ধারা
আত্মহারা।
কেবা আছে দূর কেবা আপনার
সমস্ত কথা ভোল এইবার,
খোলা দরজায় অম্বর তলে,
সকল ভুলি,
মোছ এ ধূলি ॥

আবাহন

ছিনু কোন দূর পুরে
বরষ বরষ কেটেছে সেথায় হেথা হ'তে বহুদূরে।
আমার জটিল কাজে,
দিবস কেটেছে ব্যথা সঙ্কুল অনেক লোকের মাঝে,
তবু সে সকল কর্ম্মে
কাহার ব্যকুল কণ্ঠের সাড়া বেজেছে আমার মর্ম্মে।
চিত্ত উঠেছে নাচিয়া,
মর্ম্ম তন্ত্রে নব ঝংকার পলকে গিয়েছে বাজিয়া।
পরাণ উঠেছে ভরে,
বুঝি নাই আমি এত দূর হতে
কে ডাকিল এত ক'রে।
যাহার কণ্ঠ ডাকের নেশায়
ঢাকিল সকল ঠাঁই।
করুণ মধুর কঠিন এ স্বর
কাহার তা বুঝি নাই।

কাননে গেয়েছে পাখী
আমি শুনিয়াছি দূর হ'তে কে যে আমারে উঠেছে ডাকি।
ফুটেছে নূতন ফুল,
প্রভাতের কালে ঘেরিয়া তাদের গাহিয়াছে অলিকুল।
দিন রাত নিরবধি,
আপনার মনে রচি সঙ্গীত গাহিয়া গিয়াছে নদী।
দিবস কেটেছে খেলে,
বর্ষার তরে বিরহী চাতক বক্ষ রেখেছে মেলে।
চেয়ে দেখিয়াছি আমি,
অন্তর মাঝে ক্ষণিকের তরে
স্পন্দন গেছে থামি।
কিসের বেদনা ঢালিয়া দিয়েছে
মনের অন্ধকূপে
বসন্ত সে যে ফিরিয়া গিয়াছে,
মলিন শ্রীহীন রূপে।

উদিতা

এসেছে বর্ষাকাল,
মনের গোপন মর্ম্মের তলে মেলেছে নূতন জাল।
চঞ্চল জলধারা
মধুর শব্দে ঝরেছে আমারে করেছে আত্মহারা।
গাছের শাখায় থাকি,
বর্ষার জলে ভিজিয়া ভিজিয়া ডেকেছে ছোট্ট পাখী।
তবু যেন মনে হয়,
উহার করুণ কণ্ঠের মাঝে কি যেন লুকায়ে রয়।
কার আবাহন ধ্বনি,
মর্ম্মে বাজিয়া শিরায় শিরায়
চলিয়াছে রণরণি।
কোথা হতে এল কার ভালবাসা,
কাহার আখির লোর?
করিল স্নিগ্ধ করিল সিক্ত
শুষ্ক বক্ষ মোর।

আবাহন

শরৎ গিয়াছে চলি,
যাবার সময় কানে কানে মোর বহু কথা গেছে বলি।
নেচেছে কাশের গুচ্ছ,
নদীর পাশের শস্যের ক্ষেতে দুলায়ে দুলায়ে পুচ্ছ।
চিত্ত উঠেছে জেগে,
কোথাকার যেন উত্তাল হাওয়া লেগেছে শরৎ মেঘে।
বেজেছে দূরের বাঁশি,
ঘাসগুলি সব ভিজেছে শিশিরে ভেবেছি অশ্রুরাশি ?
জেগেছে কিসের দ্বন্দ্ব,
কাহার পূর্ণ ডাকের নেশায়,
টুটিতে চেয়েছে বন্ধ।
তবু সে ডাকের সাড়া দিতে গিয়ে,
কণ্ঠ হয়েছে রুদ্ধ
শিরায় শিরায় বক্ষের তলে,
চলেছে বিষম যুদ্ধ।

বুঝি নাই আমি কিছু,
ভুলিয়া কর্ম্ম ক্ষণেকের তরে সব ফেলিয়াছি পিছু,
শুনেছি সে ডাক মর্ম্মে,
বুঝি নাই তবু কে ডাকে কোথায় আমার সকল কর্ম্মে।
ছুটেছে আমার মন,
বাঁধন ছিঁড়িতে আকুল চিত্ত করেছে কঠিন পণ।
মনে হয় কাটে বন্ধ,
পরাণ আমার এ অন্ধকারে কাঁদিয়া হয়েছে অন্ধ।
ছুটেছে ডাকের শব্দ,
আমারে নামায়ে প্রাঙ্গণ তলে
করিয়া অবাক্ স্তব্ধ।
অন্তর মাঝে তুলি ঘন রোল,
ফেলি বিস্ময় স্তূপে—
ছুটেছে সে ডাক বিশ্বের মাঝে,
অনন্তময় রূপে ॥

আড়াল

ওমা আমায় বক্‌ল কেন বল্‌ ?
শ্রাবণ মাসের আকাশ ছিল
বাতাসে চঞ্চল
পাঠশালারি ছোট্ট ঘরের জানলাখানি খুলে
চেয়েছিলেম ভুলে
এইত শুধু দোষ
এতেই এত রোষ ?
দেখতেছিলেম জান্‌লা দিয়ে একটা ছোট মাঠ,
পায়ের তলে ঘাস মরা তার হাটে যাবার বাট,
রোগা একটা ছেলে,
হাতে লম্বা ভাঙ্গা লাঠি
বেড়াচ্ছিল খেলে,
বাঁধন হারা কাদের বাছুর
খেল্‌তেছিল ছুটে,
কুড়োচ্ছিল ঘুটে
প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি কাঁখে একটা কুঁজো বুড়ি
নড়্‌ নড়ে থুড় থুড়ি।

ঝোপের পাশে থাকি
ডাক্‌তেছিল পাখী,
কাঠ ঠোক্‌রা গাছের পরে মারতেছিল ঘা,
মহিষ ছিল পুকুরেতে ডুবিয়ে তাহার গা।
কাঠবিড়ালি ছাড়াতালে
নেচে নেচে লাফিয়ে বেড়ায়
ডালের থেকে ডালে।
দুধের ঘটী নিয়ে
গয়লা দিদি যাচ্ছিল মা মাঠের রাস্তা দিয়ে
বর্ষা ধোয়া পাতার থেকে পড়্‌তেছিল জল,
ওরা বক্‌ল কেন বল্‌ ?
বাতাস দোলা দিয়ে,
ঘরের থেকে টেনে আমায় কোথায় যে যায় নিয়ে,
তোমার গাওয়া গানের ধ্বনি
বাজ্‌তে থাকে কানে,
মনে পড়ে তোমার বলা ছড়া,
ভুলে যে যাই পড়া।

লুকোনো ওই মাঠের পিছে
কাদের বাসা আছে,
ইচ্ছে যে হয় যেতে তাদের কাছে,
ভাব্‌তেছিলেম রাত্রে উঠে তোমাকে না বলে
একলা যাব চ'লে,
হঠাৎ কেন কাঁপ্‌ল বুকের তল,
তখন ওরা অমন করে বক্‌ল কেন বল্‌ ?
হঠাৎ গিয়ে শেষে,
সকাল বেলা উঠ্‌ব যেন, নতূন লোকের দেশে,
আমায় তারা ডাক্‌বে কাছে,
বলবে কে গো এলে ?
তাদের মাগো বলব আমি
সব হারানো ছেলে,
কলসী কাঁখে নিয়ে
বিকেল বেলা ঘাস মাড়ানো ঘাটের রাস্তা দিয়ে
মেয়ের যত দল
আন্‌তে যাবে জল,
উচ্ছলিত হাস্য তাদের ছড়িয়ে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার কথা পড়িয়ে দেবে মনে।

রাত্রি বেলা পথের পাশে
শুক্‌নো পাতা আনি,
আমি আমার পাত্‌ব শয্যাখানি।
ওদের ঘরের জানলা যাবে খুলে,
ওদের মায়ের ঘুমপাড়ানির গান
আস্‌বে দুলে দুলে,
সব হারানোর মাঝে তখন
ঘুম পাড়ানোর গান
জুড়িয়ে দেবে কাণ।
সেই গানেরি সুরে,
তখন বুঝি অন্ধকারের স্তব্ধ আকাশ জুড়ে,
তোমার বাণী করবে মা টলমল।
ওরা বক্‌ল কেন বল্‌?
কর্‌ল কেন রোষ,
দেখলে কিমা দোষ?
খেলার সময় মাঠের দিকে চেয়ে রইলে মা ত,
একটু বকেন নাত,—
তখন যা দোষ নয়
এখন কেন হয়?
খেলা পড়ার মাঝখানেতে কে মা এমন করে,
এত কঠিন আড়াল করা দেয়াল দিল গ'ড়ে॥

স্বপ্ন

সন্ধ্যা বেলা আঁধার ঢালা
সকল ঘরে প্রদীপ জ্বালা
আমায় কোলে করে মা তুই ব'সে আঙ্গিনায়,
আমার গায় বুলাস হাত
ঘিরে আসে ঘুমের রাত,
চাঁদের দিকে চেয়ে কেবল বলিস আয় আয়,
মন যে আমার চাঁদের দেশে,
পাগল হ'ল ভেসে ভেসে,
অনেক দূরে মর্‌ল ঘুরে ওই আকাশের ধার।
চাঁদের বুড়ি ব'সে বাটে
সেথায় শুধু চরকা কাটে,
পার্শ্বে তারি জোৎস্না রাশি আকুল একাকার।
হেনা বনের গন্ধ ভাসে,
ঘুম পাড়ানি কেন আসে,
ঘুমের সুরে জড়িয়ে দূরে অনেক দূরে যাই।
কোথায় যেন কিসের টানে,
চোখের পাতা বুজিয়ে আনে,
তন্দ্রা ভ'রে, জড়াই তোরে কি যেনরে চাই।

আমার খোলা জান্‌লা দিয়ে
মধুর আলো সঙ্গে নিয়ে
জোৎস্নারাণী ছড়িয়ে আছে আমার চোখে মুখে,
তখন শুনি ঘুমের ঘোরে
কে যেনরে ডাক্‌ল মোরে,
তারি মৃদু কাঁপন যেন লাগ্‌ল এসে বুকে।
তখন আমি বাইরে উঠি
ধূলার পরে পথে ছুটী
দূরে গিয়ে পড়্‌নু যেন অজানা কোন্ দেশে।
চাঁদের আলো ছায়ায় ঢাকা
তোমার মত স্নেহে মাখা,
তারার মাঝে যেন সে দেশ অনেক দূরে মেশে।
এইত চাঁদের দেশরে বুঝি,
পেলেম আমি অনেক খুঁজি,
অনেক দূরে পেলেম তারে অনেক খোঁজার পর।
এইত আলোয় আলো আঁকা,
এইত ফুলের গন্ধ মাখা,
এইত চাঁদের রাজ্য বুঝি এইত চাঁদের ঘর।

হটাৎ ভোরের বাতাস লেগে
ঘুমের থেকে গেলেম জেগে,
সেই বাতাসে হারাল সব গভীর অন্ধকারে,
দেখি আমার মাথার কাছে
মা যে হেসে দাঁড়িয়ে আছে,
চাঁদের রাজ্য হারিয়ে গেল অতল পারাবারে।
তুমি শুনে বল্লে বোকা
ওরে আমার ছোট্ট খোকা,
মিথ্যে খেলা দেখ্‌ছিলিরে স্বপ্ন কি আর সত্যি হয়।
তবু গো মা শুধাই তোরে
সত্যি করে বলনা মোরে,
কিছুই কেন মিথ্যে হবে সবি কেন সত্যি নয়॥

মেঘ

তৃষিত ফুলের তৃষ্ণা মেটাতে
আনি পশ্চাতে আনি সাথে সাথে,
সিন্ধু নিঝর মন্থন করা
নব বর্ষণ বারি।
ক্লান্ত দুপুরে যবে বন শাখে
পল্লব দল ঘুমন্ত থাকে,
মোর আলো ছায়া রচি নব মায়া
বুকে দুলে ওঠে তারি।
কাঁপে মোর পাখা গগনে গগনে
বরষা অঝরে ঝরে ক্ষণে ক্ষণে,
শিহরিয়া জাগে নবীন কলিকা
মুখে লাগে জল বিন্দু।
কম্পিত শাখে করে বিশ্রাম,
দোলা দেয় যেন মাতা অবিরাম
বাতাসে আলোকে উছল পুলকে
উথলিয়া সুখ সিন্ধু।

শষ্যের ক্ষেতে কাপায়ে সৃষ্টি
কভু ঢালি আমি শিলার বৃষ্টি
শুভ্র হিমানী পর্ব্বত রচে
স্নিগ্ধ কানন মাঝে।
আবার আমার বরষার ধারে
তখনি তাহারা ঝরে একেবারে,
বজ্রের তালে আমি চলি, মোর
হাস্যের ধ্বনি বাজে।
নব বেদনায় রচি নব লীলা
পাহাড়ের নীচে ঝেড়ে ফেলি শীলা,
তারা ব্যথা ভরি ওঠেগো গুমরি,
আকুল কণ্ঠে ডাকি।
ঝঞ্চার কোলে মুগ্ধ পরাণে
মস্তক রাখি শীতল শিথানে
দীর্ঘ রাত্রি আসে শেষ হয়ে,
আমি নিদ্রিত থাকি।

আকাশ শিখরে কুঞ্জের মাঝে
রয়েছে দাঁড়ায়ে সহস্র সাজে,
আলোক জ্বালায়ে বিদ্যুত বালা,
আমার কর্ণধার।
গিরি গহ্বরে মহা উৎসবে,
বাজে তার ধ্বনি ভৈরব রবে,
অব্ধির পরে বায়ু হাহা করে
তুলি মহা হুঙ্কার।

ধরণীর বুকে সাগরের নীরে,
দেখাইয়া পথ কভু ধীরে ধীরে,
আকুল ভঙ্গে নূতন রঙ্গে
সে মোর সঙ্গে চলে।
কার আহ্বানে রহিয়া মুগ্ধ,
ধ্বংসের প্রেমে ছুটেছে লুব্ধ,
গভীর জলধি উত্তাল করি,
তারি নীলিমার তলে।

নিবিড় গুহায় প্রবাহিনী ব'য়ে
নীল সরোবর পার হ'য়ে হ'য়ে
উচ্চ শৃঙ্গ লঙ্ঘিয়া কভু,
শ্যামল মাঠেতে আসে।
পর্ব্বত নদ স্বপনের সম,
খুঁজে ফেরে তার সেই প্রিয়তম,
ভুলে যায় শুধু অচেনা সেজন,
রয়েছে তাহারি পাশে।

রক্ত সূর্য্য উল্কা চক্ষে,
ছড়ায়ে অগ্নি আকাশ বক্ষে,
বসে মোর পরে আমি বহু দূরে
পাল তুলে চলি বয়ে,
ভূমি কম্পনে করিয়া রঙ্গ
কাঁপিলে পাহাড় যেন বিহঙ্গ,
এক মুহূর্ত্ত বসেছে তাহার
সোনালী পক্ষ ল'য়ে।

মলিন আলোক পড়িবে সাগরে,
সূর্য্য নামিবে শ্রান্তির ভরে
কহিতে কহিতে প্রেমের মন্ত্র
কাণে কাণে প্রকৃতিরে,
স্বর্গ হইতে তবে ধরাতলে,
সন্ধ্যা নামিবে নীল অঞ্চলে,
আমি ধীরে ধীরে কপোতের মত
ফিরিব আপন নীড়ে।

দিয়েছি অগ্নি রবিরে বেড়িয়া
গেঁথেছি মালিকা চাঁদেরে ঘেরিয়া,
ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলেছি তারারে
ঢেকেছি অগ্নিগিরি,
সাগর লঙ্ঘি দুটি দ্বীপ জুড়ে
উড়ায়ে পতাকা চলিয়াছি উড়ে
রচিয়াছি সেতু মেলি আপনারে
চলিয়াছি ধীরি ধীরি ॥

সিংহ দরজা কভু বিরচিয়া,
পার হয়ে গেছি নৃত্য করিয়া,
মত্ত প্রলয়ে ঘন ঝঞ্ঝায়
কখনো তুষার পাতে
বায়ুর শক্তি আমার আসনে
বাঁধিয়া রেখেছি বিপুল শাসনে,
লক্ষ রঙের ধনুক মেলেছি
আকাশের আঙ্গিনাতে।

কভু আকাশের কভু ধরণীর
আমি যে কন্যা এই জলধির
চলি আকাশেতে চলি সমুদ্রে
বরষার ধারা নিয়ে,
নবরূপে ফিরি বিনাশ হয় না,
আকাশে যখন বৃষ্টি রয় না
নূতন প্রাসাদ বিরচিত হয়
বাতাস আলোক দিয়ে।

ছাড়িয়া আমার গহ্বরটিরে
আমি হাসি মোর স্মৃতি মন্দিরে,
আত্মা যেমন দেহ ছাড়া হ'য়ে
বাহিরে রয়েছে ভুলি,
তখনি আবার জলতলে গিয়ে
ঘন বরষারে নব ধারা দিয়ে
নূতন করিয়া সুন্দর তারে
আবার গড়িয়া তুলি ॥*

* শেলির "Cloud" কবিতা অবলম্বনে লিখিত।

আঁখি জল

তোমায় যখন অনেক লোকে মিলে
কথার ছলে
অনেক কথা বলে
ব্যথার ঘাতে হায়,
চিত্তখানি অম্‌নি ভরে যায়,
তবু আমায় মিলিয়ে তাদের সাথে
কথার প্রতি ঘাতে,
নাম্‌তে আমায় হয়
মান্‌তে যে হয় গভীর পরাজয়,
তাদের সাথে কথাই শুধু মেলে
কথার ওপর অনেক কালি ঢেলে,
অন্তর মোর অন্তরেতে হায়,
আপ্‌নি মরে যায়।

তখন তুমি ভাব বুঝি মনে
ব্যথায় সঙ্গোপনে,
আমায় দেখে দেখে
আমি বুঝি কখন দূরের থেকে,
তোমায় গেছি ভুলে,
হারিয়ে গেছি কথার সাগর কুলে
পরাণ তোমার ব্যথায় ভরে যায়,
আমায় করে অনেক দূরের হায়,
পড়ে তোমার গভীর আঁখি জল
ব্যাকুল টলমল।
সকল কাজে
বেদন বাজে
চিত্তে রয়ে রয়ে,
আমি তখন ভাবি আকুল হয়ে,
কথার রাশি দেখে
ইহার মাঝে থেকে

মেনে এমন মিথ্যে পরাজয়,
তোমার কথাও অমন করে,
বলতে আমায় হয়,
মর্ম্ম আমার ব্যথার স্তুপে স্তুপে,
লুটিয়ে পড়ে গহন অন্ধকূপে,
কথার ধারা ছাপিয়ে ঝরে
আকুল আঁখির জল,
ব্যথায় ছল ছল।
তখন ধীরে ধীরে,
মহাসাগর তীরে,
তোমার আমার আঁখির জলের হায়,
মিলন হয়ে যায়॥

ছোটর দুঃখ

মাঠের পেছনেতে অচেনা গাছ মোর
শীতের কোপে ছিল মরে,
ফাগুন বায়ু লেগে কখন গেল জেগে,
সবুজে গেল ভ'রে ভ'রে,
আকুল ফুল রাশি, উঠিল মৃদু হাঁসি,
পাতার তলে ক্ষণে ক্ষণে।
কত না পাখী এসে তাহারে ভালবেসে,
খেলিত কিযে তারি সনে,
একটী এলো পাখী পালকে দেহ ঢাকি
রঙ্গীন ঠোটে শিষ দিয়ে,
সেখানে ধীরে ধীরে গড়িল নীড়টীরে
সোহাগ কত বুকে নিয়ে।
তরুণ সবিতার মোহন পরশেতে
উঠিত প্রভাতেতে জাগি।
কোমল শাখাগুলি আকুল হ'ত দুলি,
কাঁপিত মধু বায়ু লাগি।
তুলিয়া কলরব সে তার ফেলি সব
ছুটিত কার যেন খোঁজে।
আকাশে দূর থেকে কে ওরে যেত ডেকে,
সে শুধু ওরি প্রাণ বোঝে।

সন্ধ্যা হলে তবে রঙ্গীন আলো যবে
নামিত কিশলয় পরে।
সে তবে নিজ নীড়ে ফিরিত ধীরে ধীরে,
ঘুমায়ে পড়িত রাত হলে।
না জানি কোন দোষে বিধির মহারোষে
সেদিন এলো ঝড় নেমে।
সকলে গৃহ কোণে কাঁপিল নিজ মনে,
বহিল বায়ু থেমে থেমে।
আকুল পাখা মেলে বিজলী গেল খেলে,
উঠিল সবে শিহরিয়া।
বিশাল মেঘে মেঘে দখীন বায়ু লেগে,
কে যেন ওঠে গরজিয়া।
আকুল বায়ুরাশি নিঠুর পরিহাসি,
উড়ায়ে নিল তার বাসা।
গেল গো গেল ম'রে উঠিয়াছিল গ'ড়ে,
অনেক দিনের যত আশা।
সে বুঝি কেঁপে কেঁপে মরেছে ভেবে ভেবে,
তাহার সব যায় যদি।

কারু ত প্রাণে আর জাগেনি হাহাকার,
আর ত কাহার নাই ক্ষতি।
একটী হৃদিদল করিল টলমল,
একটী পরাণ গেল দ'লে।
হেরিয়া তার দুখ, কাঁদেনি কোন বুক,
বাতাস ভরেনি কোন রোলে॥

পাহাড়ী মেয়ে

সেই আষাঢ়ের রাতি ধ'রে,
ঘন বরষা চলেছে ঝরে,
আমি প্রদীপ জ্বালায়ে থুয়ে
মোর ঘরেতে আছিনু শুয়ে
ওই দূর আকাশের দিক,
আমি চেয়েছিনু অনিমিখ্
মোর কুটিরের পথ দিয়ে
কত অচেনা পান্থ
ফিরেছে শ্রান্ত,
কত বোঝা বুকে নিয়ে।

মন্দির কার
দুইধারে তার
দাঁড়ায়ে পাইন শ্রেণী,
পাহাড়ের গায়
নদী বয়ে যায়
লুটান মুক্ত বেণী।

মেঘে রেখেছিল ঘিরে ঘিরে,
আজ পূর্ণ চন্দ্রটীরে
দেখি সে মহা আড়াল হ'তে
সে যে বাহিরিল কোন মতে
যেথা পাইন শাখার কোলে
কত বরফ পড়েছে গলে
সেথা ছড়াইয়া তার আলো
হেরি জলের বিন্দু
হাসিল ইন্দু
তারেই বাসিল ভালো।
পাইন পাতার
কাটিল আঁধার
ধুয়ে গেল আলো মাখি।
বুকে ব্যাকুলতা
কত গুলো লতা
কাঁপি গেল থাকি থাকি।

দেখি পাহাড়ের পথ বেয়ে
এক চলেছে পাহাড়ী মেয়ে
চলে জ্যোৎস্নার হাসা কাঁদা
সে যে পদে পদে পায় বাধা
তার আঁচলের তলে তলে
এক স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলে
তার মধুর কণ্ঠ স্বরে—
এক নতূন ছন্দ,
বহে আনন্দ,
দূর হতে বহুদূরে।
সেই সুরের দোলায়,
আমারে ভোলায়,
খোলায় রুদ্ধ দ্বার।
লাগি তার পায়,
ধূলো উড়ে যায়,
সব রয় একাকার।

দেখি　আঁকা বাঁকা পথ ঘুরে
সে যে　চ'লে যায় বহুদূরে,
কভূ　মত্ত দখীন বায়
তার　আঁচল ওড়াতে চায়,
তার　কবরীর বাঁধ্ খুলে
কালো　কুন্তল ওঠে দুলে,
তার　কর পরে রণ রণ্,
এক　মহা ক্রন্দনে,
বাঁধি বন্ধনে,
বাজি ওঠে কঙ্কন।
ভাবি এই রাতে
উতল হাওয়াতে,
তারে　দেখিয়া কি কাজ ছিল
মোর　রুদ্ধ ঘরের
ক্ষুদ্র প্রদীপ
বাতাসে নিবায়ে দিল॥

প্রভাতে

তখন ঘুচেছে শীতের মহিমা
মুকুল ফুটেছে গাছে,
সকল জড়তা কেটে গিয়ে তার
রেশ্‌টুকু পড়ে আছে।
এমন সময় রাত্রি শেষের
রুদ্ধ জানালা খুলি,
উত্তর আর দক্ষিণ বায়
করে গেল কোলাকুলি।
তখন শুনিনু নিদ্রার ঘোরে
বহু বহু দূর হ'তে,
ভরিয়া চিত্ত কে যে গেয়ে গেল
দেবালয় পথে পথে।
সঙ্গীত তার তুলিয়া লহর
কয়ে গেল জাগো জাগো,
এমন মধুর প্রভাত বেলায়
তাঁহার আশীষ মাগো।

মুগ্ধ পরাণ লুব্ধ হইয়া
নীরবে উঠিল জাগি
নত মস্তকে নূতন আলোয়
দাঁড়ানু আশীষ লাগি।
মনে হলো যবে জীবনের রাত
শেষ হবে লভি আলো।
নব জাগরণে টুটিয়া যাইবে
সকল মন্দ ভালো
তখন ঘুচায়ে সুপ্তি আমার
কে গাহিবে জাগো জাগো।
জীবন প্রভাতে নব উন্মেষে
তাঁহার আশীষ মাগো॥

অধিকার

যে আসনে আজ বসালে আমারে
দিলে এ যে অধিকার,
যতটুকু মোরে দিলে আজি দান
হোক্ সে করুণা, হোক্ সম্মান,
শুধু সেইটুকু হোক্‌রে আজিকে
একান্ত আপনার।
তাহা কর দূর যাহা মোর নয়
যাহা কিছু দুর্লভ
বসাও আমারে আমার আসনে
কর অধিকারী আপনার ধনে
যা আছে আমাতে বিকশিত হোক্
মুছে যাক্ আর সব।
অন্তর হতে বয়ে যাক্ স্রোতে
যাহা অন্তরে আছে,
বারে বারে মোরে করিয়া আঘাত
কেড়ো না হে তারে কেড়ো না হে নাথ
তোমারি এ দান করি সম্মান
রাখিব বক্ষ মাঝে।

হোক্ তা ক্ষুদ্র, হোক্ দরিদ্র,
তবু সে ত মিছে নয়,
আমার যন্ত্রে বাজাবে যে সুর,
আমার মন্ত্রে তারে কোরো পূর
আমার কর্ম্ম আমার মর্ম্ম,
এক হয়ে যেন রয় ॥

রিক্ত ও মুক্ত

সে কোন্ রাতে ভেবেছিলেম
একলা বাহির হব,
সঙ্গে আমার সঙ্গী নাহি লব,
শয্যা ছেড়ে উঠে এসে
খুলে দিলেম দ্বার,
সম্মুখেতে স্তব্ধ আকাশ
গভীর অন্ধকার।
পৃথ্বী যেন সর্ব্বহারা
মন্ত্রছায়াময়,
আজ আমারে বিশ্বমাঝে
নিঃস্ব মনে হয়।
পথের পাশে বাঁশের ঝোপে
কৃষ্ণচূড়ার গাছে
আমার বুকের বেদন যেন
নিবিড় হয়ে আছে।
সম্মুখে মোর চলেছে পথ,
কোথায় নাহি জানি,
মৃত্যু যেন মূর্ত্ত হয়ে, ফেলেছে জালখানি।

উদিতা

আমি এলেম নেমে,
ক্ষণেক আমার মুক্ত দুটি
দ্বারের পাশে থেমে।
অন্ত-বিহীন অন্তরেতে
চিন্তা নাহি জাগে
আপনারে ভিন্ন বলে
মুক্ত বলে লাগে।

কখন্ দেখি সম্মুখে মোর
বাঁধন্ গেছে টুটে,
রক্ত উষার ওষ্ঠ পুটে
হাস্য ফুটে উঠে।
রাতের মায়া পড়ল ছিঁড়ে
দীর্ঘ পথ মাঝে,
হৃদয়ে মোর এমন করে
দৈন্য কেন বাজে ?
পুষ্প মেলে মুগ্ধ আঁখি,
পক্ষী ওঠে জেগে
উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বাকাশের
রশ্মি-রেখা লেগে।

রিক্ত ও মুক্ত

রাত্রি-ভরা স্বপ্ন মাঝে
গর্ব্বে ছিনু ভরি
আপনারে রিক্ত হেরি
মুক্ত মনে করি ;
এখন মনে হয়
আপনারে রিক্ত করা
মুক্ত করা নয় ॥

'মুক্তি অন্বেষণ'

(বিশ্ব যোগে)

গৃহছাড়া দক্ষিণের উত্তাল হাওয়াতে
চূতশাখা উত্তোলিত শাল বন মাতে,
গন্ধে ভরি চৈত্র সন্ধ্যা আসে স্নিগ্ধ হ'য়ে
বনে বনান্তরে তারি স্পর্শ যায় ব'য়ে,
জলের কল্লোল জাগে তরু শ্রেণী মাঝে
মৃদু মন্দ লাগে দোল প্রতিধ্বনি বাজে
সন্ধ্যামণি অক্ষি মেলে, পক্ষী কলরোলে
ক্ষণে ক্ষণে যুঁথিকারে মত্ত ক'রে তোলে।
অস্তের অন্তিম আলো অপূর্ব্ব মায়ায়
কি রঙ্গীন স্বপ্ন রচে বৃক্ষের ছায়ায়।
সেই আলোচ্ছটাময় এ অম্বরতল
আমারে করিয়া দেয় বেদনা বিহ্বল,
মসীলিপ্ত কিশলয়ে তরু গুল্মময়
রাত্রির শীতল স্পর্শ বদ্ধ হয়ে রয়।
তাহারি প্রচ্ছন্ন ছায়ে ঘন অন্ধকার
নিঃশেষে হরিয়া নেয় সমস্ত আমার ;
সকলের বক্ষ হতে মহানন্দ ধারা
আমার আনন্দে যেন হ'ল আত্মহারা ;

প্রেমে সুখে পৃথিবীরে আকড়িয়া ধরি,
তারি প্রতিছন্দে উঠি শিহরি শিহরি,
সৌন্দর্য্যের মধু স্পর্শে মৃদু মন্দ স্রোতে,
আপনারে ছিন্ন করি সর্ব্ব বন্ধ হ'তে
ভেসে চলি সুধা গন্ধে চিত্ত উছলিয়া
আপনারে চারিপার্শ্বে ব্যাপ্ত করি দিয়া ;
তবু মনে ব্যথা বাজে, তবু মনে হয়
এত মোরে যুক্ত করা এ ত মুক্তি নয় ॥

(ত্যাগ যোগে)

তার পরে বর্ষ গেছে, বৈশাখের বায়ে
মোর গৃহ পাশে নদী এসেছে শুখায়ে।
আমারে এনেছি টেনে বহু সাধনায়
বিশ্ব হ'তে ভিন্ন ক'রে প্রাঙ্গণ কোণায় ;
নীরব নিস্তব্ধ রাতে অন্ধকারে ঘোর,
তনুরে করেছি ভিন্ন চিত্ত হ'তে মোর ;
রুদ্ধ করি গৃহ দ্বার প্রভাত বেলায়,
হারায়েছি স্নিগ্ধ উষা নির্ম্মম হেলায় ;
মধ্যাহ্নের খরতাপে বৈরাগ্য আগুনে,
আমারে করেছি দগ্ধ পল গুণে গুণে ;

কেঁপেছে বহ্নির শিখা তারি তপ্ত বায়ে
সমস্ত বাসনা মোর দিয়েছি জ্বালায়ে ;
সে রক্তিম মত্ত আলো সব মোর ল'য়ে
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি আসে ক্ষীণ হ'য়ে ;
সমস্ত আহুতি দিনু যে অগ্নিতে আনি
নিবে নিবে আসে দেখি তারি দীপ্তি খানি।
আপনারে রিক্ত লাগে সে শূন্যতা ভরি
হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে গুমরি গুমরি,
তবু এই সূর্য্যালোতে কেন মনে হয়,
এ ত মোর দৈন্য দেখি এ ত মুক্তি নয়॥

(আত্ম সৃষ্টিতে)

খুলে দিয়ে রুদ্ধ দ্বার শ্যাম মাঠে চাহি
অশান্ত হৃদয় মোর ওঠে অবগাহি,
রৌদ্র আসে স্নিগ্ধ হয়ে বৈকালের বায়ে
উত্তপ্ত ললাটে দেয় পরশ বুলায়ে।
উন্মুক্ত দ্বারের পাশে চিত্তে অকারণে
ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে আজ হয় মনে—

এ মহা যাত্রার পথে সকল সঞ্চয়
আমারি এ চিত্তে যদি নিত্য হয় লয়,
যত সুধা যত সুখ যত মধু হাসি
জীবনের প্রান্তটিতে উঠিবে উদ্ভাসি,
যত কিছু ভাল মন্দ ভাঙ্গা গড়া যত,
যত সুখ যত দুখ আসে অবিরত,
সমস্ত মূহুর্ত্তগুলি আমার হৃদয়ে
নিমেষে নিমেষে যদি রহে লেখা হ'য়ে,
যে নিয়ম বন্ধনেতে বাঁধি পরস্পর
বহুচিত্ত ভাসে নিত্য দূরদূরান্তর,
এক গন্ধে আমোদিত এক ছন্দ মাঝে
সকল নিখিল হিয়া বদ্ধ রহিয়াছে,
এ বিপুল সৃষ্টি চলে যে নিয়ম স্রোতে
যাহা কিছু লভিলাম সেই স্রোত হ'তে
সে সমস্ত দানগুলি নিয়া ভিন্ন করি
সে বন্ধন হ'তে মোরে যদি ছিন্ন করি,
আপন নিয়মে তারে নূতন করিয়া
পারি যদি নব বিশ্ব লইতে গড়িয়া,

উজ্জ্বল জ্ঞানের দীপ মুগ্ধ হস্তে ধরি
বিষম বন্ধুর পথ মহা আলো করি,
নীরবে পশিতে পারি আমারি হৃদয়ে
আমারি রচিত বিশ্বে নিভৃত আলয়ে,
মহা পৃথ্বী বদ্ধ রাখি ক্ষুদ্র চিত্ত মাঝে
সেথা মোরে ছাড়ি দিব শত লক্ষ কাজে,
ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নব সৌরভ বৃষ্টিতে
আমারে রাখিব পূর্ণ আমার সৃষ্টিতে,
সেই পরিপূর্ণতায় সেথা মোর তবে
ধরিয়া অনন্ত কাল মহা মুক্তি রবে ॥

অপমানিত

মোহ মুগ্ধ চোখে
যখন সাজানু অর্ঘ্য প্রদীপ আলোকে
তখন কি শোন নাই অন্তরের
মর্ম্মান্তিক সুর
হে মোর ঠাকুর ?
তবে কেন মোরে গেলে লয়ে,
এই ধূলি-কলঙ্কিত
মানুষের মলিন আলয়ে ?
সেথা প্রাণপণ
যতবার করিলাম পূজা আয়োজন
পুষ্প গন্ধ ঢালা,
যতবার সাজালেম
নৈবেদ্যের থালা,
ততবার হায়,
মুহূর্ত্তে ঢাকিল সব
পথের ধূলায়।

তুমি দেব জানত সদাই,
আমি কভু খেলা করি নাই ;
আমার অন্তর তলে
নিরন্তর তুলিয়া কল্লোল
উঠেছে যে রোল,
জেগেছে অস্পষ্ট বাণী
মুগ্ধ বেদনাতে
সকলের দ্বারে তারে
গিয়েছি শোনাতে।
কুসুম কোমল
বিকশিয়া উঠিয়াছে
হৃদি পদ্মদল
সুধা গন্ধে পূর্ণ করি মুগ্ধ চিত্ততল।
সে কুসুম রাজি
দিতে গিয়ে উপহার
অকস্মাৎ একি দেখিয়াছি ?
মানুষের দৈন্যতার ধূলা,
মলিন করিতে চায়
শুভ্র দলগুলা।

সেদিন প্রভাত বেলা
ঝরে রশ্মি ধারা,
আত্মহারা
মুগ্ধ মোর হিয়া
এসেছিল এ সুদীর্ঘ
পথে বাহিরিয়া।
তুমি জান প্রভু
কাহারেও দেখি নাই
ছোট করে কভু।
সকলের অন্তরের বিমল জ্যোতিতে
চেয়েছিনু আপনারে
পূর্ণ করে নিতে।
যে অপূর্ব্ব আলো,
বহুদূর হতে দেখে
বেসেছিনু ভালো।

একি দেখি মায়া,
সেই আলো কাঁপে কেন
ফেলি কালো ছায়া ?
ওগো দয়াময়
উচ্ছল ভক্তির ধারা
নিঙাড়ি হৃদয়
যেই যাই ঢালিবারে
বারে বারে—
বিমুগ্ধ অন্তর
জুড়ি দুই কর।
অকস্মাৎ কি মত্ততা ভরে,
সেই স্নেহ বারিসিক্ত মুগ্ধ অক্ষি পরে
লাগে আসি নাথ,
সংসারের তুচ্ছতার
বিষম আঘাত।

অপমানিত

আমার সর্ব্বাঙ্গ আজ
অপমান মানে
মোর লাগি নহে প্রভু
আমার দানের অপমানে
বারংবার
যাহারে ফিরায়ে দিল
তোমার সংসার
সেই অর্ঘ্য থালা খানি
হয়েছে দুঃসহ—
প্রভু—লহ—লহ—
এ ধরার ধূলি পরে
নহে এর স্থান ।
মানুষ পারে না নিতে মানুষের দান

অর্ঘ্য

আমার বাণী ছড়িয়ে ছিল
ধূলায় ধূলাময়,
তোমার দ্বারে আজকে তাহার
ঘটুক পরিচয়।
সেদিন আলোর রক্তধারা
নামল বনচ্ছায়ে
ভাসিয়ে দিয়েছিলেম তরী
গন্ধেভোলাবায়ে।
দুই ধারেতে তীর দেখা যায়
বাব্‌লা গাছের সারি,
উজান ঠেলে একলা আমি
দিয়েছিলেম পাড়ি।
সে দিন সে যে জলের তালে
আমার বুকের বাণী
বিভোল হয়ে কর্‌তেছিল
ব্যাকুল কাণাকাণি
কুঞ্জ শাখে পক্ষী ডাকে
পুষ্প পড়ে ঝরি,
আকুল জলে নৃত্য চলে
চিত্ত ওঠে ভরি।

বাঁশের ঝোঁপে দূরের থেকে
ঝিঁ ঝিঁ পোকার রোলে
স্তব্ধ বনের হৃদয় খানি
মুগ্ধ করে তোলে।
আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে
ঢেউয়ের মাঝে মাঝে,
আমার ছোট ভেলার পাশে,
জলের ধ্বনি বাজে।
সেই ভেলাতে ভাসিয়ে মোরে
বহুদূরের পথে,
আকুল হিয়ার অর্ঘ্য ব'য়ে
এলেম কোনো মতে।
আজকে এযে ভোরের আলোয়
দূরের থেকে একি,
তীরের কোলে স্নিগ্ধ তোমার
কুটীর ছায়া দেখি,
নদীর পাশে শুক্‌ন ঘাসে
সিক্ত ধূলা মাখি,
স্নানের কালে তোমার পায়ের
চিহ্ন গেছ রাখি।

সেই চরণের চিহ্ন খানি
হয়ে আলোক ময়
মুগ্ধ আমার অক্ষিপুটে
বদ্ধ হয়ে রয়।
যে অর্ঘ্যেরে হস্তে লয়ে
আকুল স্রোতে ভাসি,
তোমার গৃহ দ্বারের পাশে
পৌঁছিনু আজ আসি।
ও গো আমার প্রিয়
সেই আমারি বেদন খানি
করুণ হাতে নিও ॥